

আপনার দু'আ কি  
কবুল হচ্ছে না?

ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے

بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے

اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا

لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے

آللاہر প্রতি آস্থাভাজن হয় যদি কোনো প্রাণ  
বিপদে-আপদে সেই প্রাণ পায় রব মহানের ত্রাণ,  
নিসীম দয়ার অতল সাগর, তিনিই তো রহমান  
লক্ষ চাইলে করেন তিনি অজুত কোটি দান ।

## সূচী পত্র

আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না?

কুরআনুল কারীমের আলোকে দু'আর ফযীলত .....	১৫
হাদীসের আলোকে দু'আর ফযীলত .....	২০
দু'আ কবুল হওয়ার অভ্যন্তরীণ শর্ত .....	২৪
১. ইখলাসের সঙ্গে দু'আ প্রার্থনা করা .....	২৪
২. দ্বিধা-সংশয়ের উর্ধ্বে ওঠে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে দু'আ চাইতে হবে .	২৪
৩. সুধারণা পোষণ করবেন .....	২৪
দু'আ কবুল হওয়ার সাধারণ শর্ত .....	২৫
১. হালাল রিযিক .....	২৫
২. দু'আর ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা যাবে না .....	২৮
৩. তাকদীরের বিপরীত প্রার্থনা করা অনুচিত .....	২৯
৪. দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে অস্থির হওয়া উচিত নয় .....	২৯
৫. গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন জাতীয় দু'আ করবে না .....	২৯

দু'আর ক্ষেত্রে পালনীয় কিছু

আদব ও মুসতাহাব আমল

দু'আ প্রার্থনার পূর্বে কোনো নেক কাজ করা .....	৩১
ওযু করে দু' রাক্বাত সলাতুল হাজত আদায় করা .....	৩২
কেবলামুখী হয়ে বসা .....	৩২
দু'জানু হয়ে বসা .....	৩২



দু'হাত ছড়িয়ে দু'আ করা .....	৩২
উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলিত করা .....	৩৩
সকাতরে প্রবল কান্নায় উদ্বেলিত হওয়া .....	৩৩
আল্লাহ তা'আলার আসমাউল হুসনার ওসিলা দিয়ে দু'আ চাওয়া .....	৩৪
আল্লাহর শানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিষ্টাচার রক্ষা করা .....	৩৬
নবীগণের উসিলা দিয়ে দু'আ চাওয়া .....	৩৭
বুয়ুর্গানে দ্বীনের উসিলা দিয়ে দু'আ চাওয়া .....	৩৮
বিপদের সময় নিজের খাস নেক আমলের উসিলা দেওয়া .....	৩৮
নিজ গুনাহের স্বীকারোক্তি দেওয়া .....	৩৮
দু'আর সময় কণ্ঠস্বর নিম্নমুখী রাখা .....	৩৯
মাসনূন দু'আগুলো আগে পাঠ করা .....	৩৯
জামে' দু'আ পাঠ করা .....	৪১
নিজের সত্তা থেকে শুরু করে গোটা উম্মতের জন্যে দু'আ করা .....	৪১
সমবেত দু'আ প্রার্থনার সময় বহুবচন ব্যবহার করা .....	৪২
প্রচণ্ড আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে দু'আ প্রার্থনা করা .....	৪২
অশ্রুস্বজল চোখে দু'আ প্রার্থনা করা .....	৪৩
একই মাকসাদের জন্যে বারংবার দু'আ করা .....	৪৪
ছোট-বড় সকল প্রয়োজনে একমাত্র আল্লাহর কাছে হাত পাতা .....	৪৪
দু'আর শুরু ও শেষাংশে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা .....	৪৪
সূচনা ও শেষপ্রান্তে নবীজি সা.-এর প্রতি দরুদ পাঠ করা .....	৪৬
দু'আর ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বর্জনীয় .....	৪৭
দু'আ কবুলের সময় .....	৪৮
দু'আ কবুলের অবস্থা .....	৪৮
দু'আ কবুলের স্থান .....	৫০
সময় ও পরিবেশ উপযোগী দু'আ .....	৫১
হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দু'আ .....	৫১



হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ .....	৫২
হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দু'আ .....	৫৩
আল্লাহর মকবুল বান্দা .....	৫৪
হযরত বাবুজী আবদুল্লাহ রহ.-এর দু'আ প্রার্থনা .....	৫৪
নবী করীম সা.-এর যিয়ারত লাভ .....	৫৪
অক্ষমের দশটির মকবুল দু'আ .....	৫৬
স্বপ্ন নাকি বাস্তবতা .....	৫৬
একটি মৌলিক কথা .....	৫৭
পাপ না পুণ্য; কিসের জন্যে আল্লাহর সৃষ্টি? .....	৫৮
দু'আ কবুলের তিন সূরত .....	৫৯
১. দু'আর আদ্যোপান্ত কবুল হওয়া .....	৫৯
২. আসন্ন বিপদ দু'আর মাধ্যমে দূরভিত হয় .....	৫৯
জনৈক মদ্যপের ঘটনা .....	৬০
৩. পরকালের সঞ্চয় .....	৬২
কাদের দু'আ কবুল হয়? .....	৬৩
হযরত মুরশিদেব আলম রহ.-এর দু'আ কবুল হওয়ার ঘটনা .....	৬৩
নিষ্কৃতি কামনাব্যঞ্জক দু'আ প্রার্থনা করা .....	৬৪
একটি শিক্ষণীয় দু'আ .....	৬৪
সুধারণা একেই বলে .....	৬৫
দু'আ প্রার্থনার সময় হযরত মাদানী রহ.-এর অবস্থা .....	৬৬
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও জনৈক অন্ধের ঘটনা .....	৬৬
একটি বিস্ময়কর ঘটনা .....	৬৭
একটি দরদভরা দু'আ .....	৬৯
রিযিক প্রাপ্তির দু'টি পদ্ধতি .....	৬৯
বরকতময় রিযিক প্রার্থনা করা .....	৭০
দু'আর মাঝে গুনাহ ক্ষমার করার আবেদন .....	৭০

# আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না?

১০

দু'আ কবুলের রহস্য .....	৭১
কুরআনুল কারীমের একটি উপদেশ .....	৭৩
জনৈক আলেমের দু'আর প্রভাব .....	৭৪
আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ .....	৭৫
আমরা কেমন জীবন আবেদন করবো? .....	৭৫
কুরআনুল কারীম থেকে সূচয়িত কয়েকটি দু'আ .....	৭৭
হাদীস শরীফে বর্ণিত কয়েকটি বিশুদ্ধ দু'আ .....	৮০
অধমের মুনাজাত .....	৮৫



## প্রাককথা

এই পৃথিবী হলো পরীক্ষার কেন্দ্র। প্রত্যেক মানুষকেই এ পৃথিবীতে বসবাস করার সময় বিভিন্ন ধরনের অবস্থা, ঘটনা-দুর্ঘটনা, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ সময় পরিবেশ ও পরিস্থিতি তার চাহিদা ও মনোস্কামনার অনুকূল না হয়ে প্রতিকূল হয়ে থাকে। যার কারণে তাকে বিভিন্ন ধরনের পেরেশানী ও দুর্ভাবনার যাতাকলে পিষ্ট হতে হয়।

কিছু কিছু লোককে দেখা যায়, এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়লে ভীষণ ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে দু'আ করাই ছেড়ে দিয়ে বসে। কাউকে এ কথাও বলতে শুনা যায় যে, ভাই, আমি অনেক দু'আ করেছি; কিন্তু কবুল হয় না।

তারা কেনো এ কথা ভুলে যায় যে, আমাদের মহান পূর্বসূরীদের অনেকেই মুসতাজাবুদ দু'আ ছিলেন। তাঁরা যা দু'আ করতেন, মহান আল্লাহ কবুল করতেন। বর্তমান যাপিত সময়েও আমাদের মাঝে এমন অনেক বুয়ুর্গ আছেন, যাদের দু'আ আল্লাহর দরবারে সাধারণত প্রত্যাখ্যাত হয় না। অথচ আপনার আমার দু'আ কেনো কবুল হচ্ছে না?

কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে যে, আমাদের মাঝে এমন কোন প্রতিবন্ধক রয়েছে; যার কারণে আমাদের দু'আগুলো কবুল হতে পারছে না?



## আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না?

১২

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মাঝে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। দু'আ কবুল না হওয়ার বিভিন্ন কারণ ও দু'আর কবুলিয়ত ত্বরান্বিত করার উপায় সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পেশ করা হয়েছে। কাজেই পাঠকবর্গের কাছে আমার আবেদন থাকবে, আপনারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন এবং এর মাধ্যমে অবগতি লাভ করুন যে, কীভাবে দু'আ প্রার্থনা করতে হবে? দু'আর ক্ষেত্রে পালনীয় শিষ্টাচার কী? এবং এক্ষেত্রে বর্জনীয় বিষয়গুলোর বিবরণ কী?

মহান আল্লাহ আমাদের যাবতীয় পেরেশানী দূর করুন। তিনি আমাদেরকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে পবিত্র রাখুন। আমাদের হৃদয়গুলোতে প্রশান্তি, স্বস্তি, শান্তি ও সুস্থিরতা বর্ষণ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কাছের বান্দাদের কাতারে শামিল করুন। আমীন।

আপনাদের দু'আপ্রার্থী

ফকীর যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী

মুহতামিম, দারুল উলূম বাঙ্গ, পাকিস্তান



## আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না?

দু'আ হলো সমস্ত ইবাদতের সারনির্ধাস। দু'আ প্রার্থনা একদিকে বান্দার প্রয়োজন; অন্যদিকে এটি তার বন্দেগি প্রকাশের একটি মাধ্যমও বটে। দু'আর মাধ্যমে একদিকে বান্দার প্রয়োজন পূরণ হয়, অন্যদিকে এটি বান্দাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসে। সঠিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে কোনো দু'আ প্রার্থিত হলে সেটি আল্লাহর আরশে কম্পন সৃষ্টি করে। কাজেই যারা আল্লাহর সকাশে হাত তুলে দু'আ করবেন, তাদের কাছে দু'আর গুরুত্ব ও তাৎপর্য যেভাবে স্পষ্ট হতে হবে, তদ্রূপ দু'আর আদব ও শর্তসমূহও ভালোভাবে সুবিদিত থাকতে হবে। যেনো তাদের ইঙ্গিত প্রার্থনা মহান আল্লাহর দরবারে সাদরে কবুল হয়।

## কুরআনুল কারীমের আলোকে দু'আর ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرَيْنَ

‘আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার কাছে দু'আ করো, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত (দু'আ) থেকে অহঙ্কার করে শীঘ্রই তারা লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।



উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ সুসংবাদও প্রদান করেছেন যে, তিনি আমাদের দু'আ কবুল করবেন। যারা দু'আ প্রার্থনা করে না, আল্লাহর সকাশে হাত পাতে না তাদের প্রতি আল্লাহ নিজের ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। বিশ্বয়ের ব্যাপার হলো, পৃথিবীর সমস্ত লোক যেখানে তার কাছে প্রার্থনাকারীর প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে, সেখানে মহান আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনাকারীর ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও প্রার্থনা পরিত্যাগকারীদের ওপর সীমাহীন অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

পৃথিবীর কারো কাছে হাত পাতা হলে প্রথমবার সে প্রার্থিত বস্তুটি দিয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার চাইতে গেলে সে নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে দিতে অস্বীকার করে। তৃতীয়বার তো সে মুখের ওপর নিষেধ করতেও দ্বিধা করে না। অথচ মহান আল্লাহর রীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রথমবার হাত তুলে, আল্লাহ তাকে তার প্রার্থিত জিনিস দান করেন। দ্বিতীয়বার চাইলেও দান করেন। তৃতীয়বার চাইলেও দান করেন। যতো বার চাইবে, ততোবারই আল্লাহ তাকে তা দান করবেন। অবস্থা এতোটাই প্রেমময় যে, যে বান্দা আল্লাহর কাছেই প্রতিটি জিনিস চায়, প্রতিটি মুহূর্ত চায়, মহান আল্লাহ তাঁকে তার ওলী বানিয়ে দেন।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ مَا يَغْبِؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

‘আপনি বলুন, আমার প্রভুর তোমাদের কোনো পরোয়া ছিলো না, যদি তোমাদের দু'আগুলো না হতো’। [সূরা ফুরকান : ৭৭]

উদ্দেশ্য হলো, যদি তোমরা বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ না করতে তাহলে তার নিকট তোমাদের বিন্দু মূল্যও হতো না। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তাফসীরকারক লিখেছেন— ‘এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজনই ছিলো না। তারপরও তোমাদেরকে এ জন্যে সৃষ্টি করেছি যে, তোমরা আমার কাছে



দু'আ করবে, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো। তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আর আমি তোমাদেরকে মার্জনা দিতে থাকবো।'

এর দ্বারা মহান আল্লাহর গুণাবলি স্পষ্ট হচ্ছে। এ কারণেই এক হাদীসে এ কথা ইরশাদ হয়েছে যে, যদি পৃথিবীর বুকে কোনো গুনাহ করার মতো কেউ না থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন; যারা গুনাহও করবে এবং ক্ষমাও চাইবে। যেনো মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দয়াদ্রতার গুণ প্রকাশ পায়। [মিশকাতুল মাসাবীহ : ২০৩]

তার উদাহরণ এভাবে বুঝুন, যদি কোনো ব্যক্তি খুবই ধনাঢ্য ও বিত্তশালী হন; কিন্তু তার বাড়ির ফটকে এসে হাত পাতার মতো কেউ না থাকে, তাহলে এ বিত্তশালী ব্যক্তির বদান্যতার বিষয়টি কীভাবে প্রকাশ পাবে? সে তো মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষাই প্রবলভাবে কামনা করবে যে, কেউ যেনো তার কাছে এসে প্রার্থনা করে, তাহলে সে তাকে দান করতে পারবে। এমন অবস্থায় প্রার্থনাকারীকেও ভালো লাগে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে হাত পাতে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহও ভালোবাসেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

‘আল্লাহর কাছে তোমরা তাঁর দয়া প্রার্থনা করতে থাকো।’ [সূরা নিসা : ৩২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

‘যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তখন আপনি তাদের বলুন, আমি তাদের খুবই নিকটবর্তী’।

[সূরা বাক্বারা : ১৮৬]

উক্ত আয়াতে কারীমার মাঝে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদেরকে এ সুসংবাদ জানানো হয়েছে যে, তিনি তাঁর বান্দাদের অতি নিকটবর্তী। কুরআনুল কারীমের মাঝে এমন অসংখ্য প্রশ্নোত্তরের বিবরণ এসেছে। যার কোনোটিতে কাফেররা, কোনোটিতে মুসলমানরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজেদের জিজ্ঞাসা পেতেছিলো। যার উত্তর মহান আল্লাহ প্রিয় নবীজির পবিত্র যবান মুবারক থেকে উচ্চারিত করেছিলেন। যেমন,

১. **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ** [সূরা বাকারা : ১৮৯] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে, **قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ**।

২. **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى** [সূরা বাকারা : ২২০] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে, **قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ**।

৩. **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ** [সূরা বাকারা : ২২৫] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে, **قُلْ هُوَ أَذًى**।

৪. **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ** [সূরা বাকারা : ২১৯] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে, **قُلِ الْعَفْوَ**।

৫. **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ** [সূরা বাকারা : ২১৭] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে, **قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ**।

৬. **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ** [সূরা বাকারা : ২১৯] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে, **قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ**।



৭. **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ** [সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৫] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে,

**قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي**

৮. **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ** [সূরা বাকারা : ১৮৯] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে, **قُلْ سَأَلْتُوْهُ** **عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا**।

৯. **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ** [সূরা বাকারা : ১৮৯] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে, **قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ**।

১০. **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ** [সূরা বাকারা : ১৮৯] বলে একটি প্রশ্ন নকল করা হয়েছে। যার উত্তর দেয়া হয়েছে এ কথা বলে, **فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي** **نَسْفًا**।

উক্ত প্রশ্নোত্তরগুলোর ওপর লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, কুরআনুল কারীমের মাঝে প্রশ্নোত্তরসমূহের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বাচনভঙ্গির অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথমে প্রশ্ন নকল করা হয়েছে আর এরপর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান মুবারক দিয়ে তার উত্তর জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উল্লেখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি; বরং সেখানে যখন প্রশ্নকারীরা তাদের প্রশ্ন উত্থাপন করে তখন মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে তাদের সেই প্রশ্ন এতোটাই প্রেমময় মনে হলো যে, তিনি উল্লেখিত বাচনভঙ্গি একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন; যেনো বান্দা নিজেই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বন্ধন জুড়িয়ে নিতে পারে। ইরশাদ হয়েছে—



وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

‘যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে,  
তখন আপনি তাদের বলুন, আমি তাদের খুবই নিকটবর্তী’।  
[সূরা বাক্বারা : ১৮৬]

সূরা আ'রাফের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে দু'আ করো নিজ  
অক্ষমতা ও মৌনতা সহকারে।’

উক্ত আয়াতের মাঝে এ কথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, দু'আ প্রার্থনার সময়  
আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজ অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করা এবং তাঁর  
সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন জুড়ে নেওয়া আবশ্যিক।

সেখানে আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

‘তোমরা আল্লাহকে আহ্বান করো ভীতি ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে।  
নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎ লোকদের অতীব নিকটবর্তী’।

### হাদীসের আলোকে দু'আর ফযীলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে আমাদেরকে  
দু'আ করার ফযীলত ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ শিক্ষা দিয়েছেন।  
যেমন—

১. হযরত আলী রা.দি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّينِ، وَتَوَرُّ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ.

আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না?

২১

‘দু’আ একাধারে মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ ও আসমান-  
জমিনের আলোকরশ্মি।’ [আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৩১৫]

২. হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু’আ করে না, আল্লাহ তার  
ওপর অসন্তুষ্ট হন।’ [কানযুল উম্মাল : ২/২৯]

৩. হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ

‘আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু’আর চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই’।

[কানযুল উম্মাল : ২/৩০]

৪. হযরত উসমান বিন বাশীর রাদি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

‘দু’আ অনেক বড় ইবাদত’। [কানযুল উম্মাল : ২/৩০]

৫. হযরত আনাস রাদি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَعْجَزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ

‘তোমরা দু’আ চাইতে অক্ষম হয়ো না; কেননা দু’আ সঙ্গে থাকা  
অবস্থায় আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি ধ্বংস হয়নি।’

[কানযুল উম্মাল : ৩/৩০]

৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

الدُّعَاءُ مَخِ الْعِبَادَةِ



‘দু'আ হলো সমস্ত ইবাদতের মূল’।

[আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৩১৭]

৭. অপর এক বর্ণনায় এসেছে—

لولا الدعاء لجسم البلاء

‘যদি দু'আ না থাকতো তাহলে তোমরা বৃহদাকার বিপদের সম্মুখীন হতে।

৮. এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ادعوا الله في جميع الأحوال.

‘তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে আহ্বান করো।’

৯. একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

الدعاء رأس العبادة.

‘দু'আ হলো সমস্ত ইবাদতের মাথা’।

১০. একটি হাদীস শরীফে নবীজী ইরশাদ করেছেন—

عليكم بالدعاء فإنه أعظم وسيلة.

‘তোমরা দু'আকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরো; কেননা এ দু'আ সবচেয়ে বড় উসীলা।’

১১. একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

لكل شيء زينة، وزينة العبادة الدعاء.

‘প্রতিটি জিনিসের অঙ্গসজ্জা থাকে। ইবাদতের অঙ্গসজ্জা হলো, দু'আ।’

১২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেছেন—

ادعوا الله وأنتم مؤقنون بالإجابة.



‘তোমরা কবুলিয়তের পূর্ণবিশ্বাস সহকারে আল্লাহর কাছে দু'আ করো।’

১৩. দু'আর ফযীলত জানিয়ে একটি হাদীসে এসেছে—

الدعاء سلاح الفقراء، ومجانق الضعفاء، وبالدعاء نجا الأولياء، وهلك الأعداء.

‘দু'আ একাধারে দরিদ্রদের হাতিয়ার আর দুর্বলদের তোপ। এ দু'আর মাধ্যমে অনেক বুয়ুর্গ নাজাত পেয়েছেন এবং অনেক শত্রু ধ্বংস হয়েছে।’

১৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ان الله غني كريم، يستحي أن يرفع العبد إليه فيردها صفرا.

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দয়ালু ও অমুখাপেক্ষী। বান্দা যখন দু'আর উদ্দেশে আল্লাহর সকাশে হাত তোলে তখন সেটিকে শূন্য ফিরিয়ে দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন’।

১৫. কিছু বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أوحى الله إلى موسى خمسة مني وخمسة منك، الألوهية مني والعبودية منك، الجنة مني والطاعة منك، النعمة مني والشكر منك، القضاء مني والرضاء منك، الإجابة مني والدعاء منك.

‘আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহি সালামের কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, পাঁচটি জিনিস তোমার পক্ষ থেকে, তার বিপরীতে পাঁচটি জিনিস আমার পক্ষ থেকে। প্রভুত্ব আমার থেকে আর বান্দাত্ব তোমার থেকে। জান্নাত আমার পক্ষ থেকে

আর আনুগত্য তোমার পক্ষ থেকে । নি'আমত আমার পক্ষ থেকে আর শুকরিয়া তোমার পক্ষ থেকে । ভাগ্যলিপির সিদ্ধান্ত আমার পক্ষ থেকে আর তার ওপর সন্তুষ্টি তোমার পক্ষ থেকে । কবুল করা আমার পক্ষ থেকে আর দু'আ প্রার্থনা তোমার পক্ষ থেকে ।'

## দু'আ কবুল হওয়ার অভ্যন্তরীণ শর্ত

দু'আর ক্ষেত্রে এমন কিছু অভ্যন্তরীণ শর্ত রয়েছে, যেগুলো ব্যতিরেকে কোনো দু'আ কবুল হতে পারে । এই অভ্যন্তরীণ শর্তাবলিকে আরবীতে 'রুকন' বলে । বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, দু'আ শুদ্ধ হওয়া না হওয়া যেগুলোর ওপর নির্ভর করে । একটি দেহের জন্যে প্রাণ যেমন, দু'আর জন্যেও সেই শর্তগুলোও সে রকম ভূমিকা রাখে । শর্তগুলো হলো—

### ১. ইখলাসের সঙ্গে দু'আ প্রার্থনা করা

দু'আ তখনই কবুল হবে যখন দু'আপ্রার্থীর হৃদয়ে ইখলাস থাকবে । যদি কোনো প্রথাগত দু'আ পাঠিত হয়, অথবা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে দু'আ পাঠ হয় কিংবা এ উদ্দেশ্যে দু'আপ্রার্থনার মজলিস হয় যে, লোকেরা আমার অশ্রুস্বজল চোখের দু'আপ্রার্থনা দেখে প্রশংসা বইয়ে দেবে, তাহলে এ জাতীয় দু'আ কখনই কবুলিয়তের স্তরে পৌঁছবে না ।

### ২. দ্বিধা-সংশয়ের উর্ধ্বে ওঠে পূর্ণ আস্থা

সঙ্গে দু'আ চাইতে হবে

উদাহরণস্বরূপ এ কথা বলবে না যে, হে আল্লাহ, আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দিন । বরং পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতার সঙ্গে দু'আ চাইবে যে, হে পরওয়ারদিগার, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন ।

### ৩. সুধারণা পোষণ করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অবশ্যই মনের মাঝে এ সুধারণা পোষণ করতে হবে যে, তিনি আমার দু'আ প্রত্যাখ্যান করবেন না । হযরত ইবরাহীম



আলাইহিস সালাম এ কারণেই বলেছিলেন-

عَسَىٰ أَن أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا

‘আশা করি, আমি আমার রবের কাছে দু'আ করার মাধ্যমে ব্যর্থ  
হবো না।’

[সূরা মারয়াম : ৪৮]

এমন কোনো কথা মুখ থেকে বের করা যাবে না, যার থেকে অমূলক  
ধারণা ও নিষ্ফল মনোরথের প্রকাশ ঘটবে। যেমন, এ কথা বলবে না যে,  
আল্লাহ তা'আলা তো আমাদের কথা শুনেই না। যদি কেউ এ কথা বলে  
তাহলে সেই দু'আপ্রার্থীর মুখের ওপর তার দু'আ পুরাতন ছেড়া-ফাঁটা  
কাপড়ের মতো ছুড়ে মারা হয়। আল্লাহ তা'আলা সবার দু'আই শোনে।  
কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

[নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দু'আ শোনে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদের সমস্ত দু'আ, আহ্বান, সকাতির প্রার্থনা  
শ্রবণ করে থাকেন। তবে আমাদের কারো কারো অন্তর এ পরিমাণ বোবা  
ও বাকশক্তিহীন যে, সে তার আর্জি ঠিকমতো পেশ করতে পারে না।

## দু'আ কবুল হওয়ার সাধারণ শর্ত

যে সকল বিষয়ের ওপর দু'আ কবুল হওয়াটা নির্ভরশীল; সেগুলোকে  
সাধারণ শর্ত বলা হয়ে থাকে। একজন দু'আকারী যদি প্রচণ্ড উদ্দীপনা ও  
একনিষ্ঠতার সঙ্গে দু'আ করে, কিন্তু সেই শর্তের লংঘন করে, তাহলে ওই  
দু'আ আর কবুল হয় না। শর্তগুলো নিম্নরূপ-

### ১. হালাল রিযিক

খাবার, পানীয়, পরিধান করা ও উপার্জন করা; সবকিছুতেই হারাম থেকে  
বাঁচতে হবে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

‘এক বান্দা কাবার গেলাফ ধরে বলে, হে আল্লাহ, হে আল্লাহ; কিন্তু তার খাবার-দাবার, পোষাক-আষাক যেহেতু হারাম সম্পদের মাধ্যমে নির্বাহিত; এ কারণে তার দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয়।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কয়েকজন আলিমের বদদু'আ ভীষণ ভয় পেতো। এ কারণে একবার সে কৌশলে তাদেরকে নিমন্ত্রণ করে সন্দেহজনক অর্থের তৈরি খাবার খাইয়ে দেয়। এরপর তাদের সম্বোধন করে বলে, এখন থেকে আমি আপনাদের বদদু'আ থেকে নিরাপদ হয়ে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা আশ্বিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশে বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

‘হে রাসূলগণ, পবিত্র রিযিক ভক্ষণ করো এবং সৎ কাজ করো।’

[সূরা মারয়াম : ৪৮]

উক্ত আয়াতে শ্রেফ নবীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং এর অধীনে সমস্ত মুমিনদেরকেও উক্ত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

কিছু লোককে দেখা যায়, তারা অমুসলিমদের রেস্টুরেন্টে রান্নাকৃত খাবার, হারাম উপাদানে তৈরি আইসক্রিম নির্দিধায় খেয়ে ফেলে। অথচ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من

السحت كانت النار اولى به. -- مشكوة

‘হারাম খাবার দিয়ে গঠিত গোশত জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

যেই গোশত হারাম খাবার দিয়ে তৈরি সেই গোশত জাহান্নামের

অধিক হকদার।’

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

কিছু লোককে দেখা যায়, রিটার্ডমেন্টের পয়সা ব্যাংকে রেখে দেয়। সেখান থেকে যেই সুদ পাওয়া যায় সেটিকে ইন্টারেস্ট নাম দিয়ে নির্ভাবনায় গলধকরণ করে। এভাবে তারা নিজেদেরকে জাহান্নামের উপযোগী করে।



কিছু লোককে দেখা যায়, হারাম খাবার এড়িয়ে চলে কিন্তু হারাম জিনিসের ব্যবহার থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখে না। যেমন, হারাম অর্থে নির্মিত বিন্দিংয়ে বসবাস করে। হারাম অর্থে ক্রয়কৃত গাড়িতে আরোহন করে।

কিছু লোককে দেখা যায়, হারাম অর্থ ভক্ষণ করে আর সেখান থেকে কিয়দাংশ সদকা করে দেয়। তারা মনে করে, এভাবে আমি আমার সম্পদকে পবিত্র করেছি। এটি তাদের চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

কাজেই মহিলাদের কর্তব্য হলো, তারা অবশ্যই তাদের স্বামীদের স্পষ্ট জানিয়ে দেবে যে, আমাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আপনার ওপর। আপনি আমাদেরকে শ্রেফ হালাল জীবিকা দেবেন। দামী ঐশ্বর্যের দরকার নেই; সাধারণ খাবারই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। অনেক নারী এ কাজ করে না। দেখা যায়, মহিলাদের ব্যক্তিগত চাহিদা এতো বেশি হয় যে, তারা স্বামীকে রূপ যৌবনের ফাঁদে ফেলে সেই চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য করে। অথচ তারা তাদেরকে সত্যের ওপর নিয়ে আসে না।

অনেক নারীকে দেখা যায়, তারা স্বামীর হারাম উপার্জন করাকে এ অজুহাত দিয়ে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করে যে, ভাই, আমি হলাম মেয়ে মানুষ। স্বামীর সামনে মুখ খুলতে পারি না। এভাবে তারা যদিও অন্যদের মুখ বন্ধ করতে পারে; কিন্তু আল্লাহর সামনে কি তারা এ অজুহাত পেশ করতে পারবে? আল্লাহ তো প্রত্যেকের মনের কথা খুব ভালোভাবেই জানেন।

অনেক নারী জানেন, তার ছেলে ঘুষ খায়, ভিডিওর দোকান রয়েছে, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, বা ভেজাল কাজ করে; কিন্তু এরপরও সে তার ছেলের জন্যে দু'হাত তুলে দু'আ করে যে, হে আল্লাহ, আপনি আমার ছেলের আয় বাড়িয়ে দিন। এভাবে সে নিজেকেও তার গুনাহের মাঝে জড়িয়ে ফেলছে। অথচ তার দায়িত্ব ছিলো, সে তার ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হারাম উপার্জনের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবে না। কিন্তু সে এ কাজ করছে না। যার ফলে সে নিজেকেও জাহান্নামের দিকে ছুড়ে মারছে, নিজের সন্তানকেও জাহান্নামের ইন্ধন বানাচ্ছে।



উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এ অভিজ্ঞতা বারংবার প্রত্যক্ষ হয়ে যে, হারাম উপার্জনের খেসারত এতোটাই মারাত্মক যে, মৃত্যুর সময় হারামখোরের কালিমা নসিব হয় না। যার ফলে তার ঈমান চলে যায়।

অনেক সময় আত্মীয়দের দাওয়াত কবুল করে তার ঘরে যেতে হয়। সম্পর্ক এতোটা কাছের হয় যে, এমতবস্থায় নিষেধ করলে সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে পারে। কাজেই তাদের কর্তব্য হলো, সেখানে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই কোনো উপহার নিয়ে যাবে। উপহারটির ক্রয়মূল্য যেনো দাওয়াতের খাবার-দাবারের মূল্য থেকে বেশি হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়তও করে নেবে যে, তার ঘরে আমি যেই খাবার ভক্ষণ করবো, তার মূল্য হিসেবে আমি এ উপহার তার হাতে তুলে দিচ্ছি। তবে এ কথা তাকে জানানোর প্রয়োজন নেই।

## ২. দু'আর ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা যাবে না

অর্থাৎ কোনো অসম্ভব ও অবাস্তব জিনিসের দু'আ করবে না। আমার দূর সম্পর্কের এক মহিলা আত্মীয়ের ব্যাপারে শুনেছি যে, একবার সেই মহিলার কোনো একটি মেয়েলী রোগ হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর ডাক্তাররা অপারেশনের মাধ্যমে তার জরায়ু ফেলে দেয়। কিন্তু এরপরও ওই মহিলা নিজেও সন্তান হওয়ার জন্যে দু'আ করতো, অন্যদেরকে দিয়েও দু'আ করাতো। তখন অন্য এক মহিলা তাকে ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দেয় যে, যখন আপনার জরায়ু নেই, তখন কীভাবে আপনি সন্তান হওয়ার দু'আ করছেন? তখন ওই মহিলা তার সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তা'আলা সব কাজ করতে পারেন।

কিছু দিন পর দেখা যায় যে, ওই মহিলা এখন নামায পড়তে আলসেমি করছে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়, আমি অনেক দিন যাবত আল্লাহর কাছে সন্তান লাভের দু'আ করছি; কিন্তু আল্লাহ আমার কথা শুনছেনই না।



### ৩. তাকদীরের বিপরীত প্রার্থনা করা অনুচিত

উদাহরণস্বরূপ কোনো নারী এ দু'আ করবে না যে, হে আল্লাহ, আমাকে পুরুষ বানিয়ে দিন। এভাবে কোনো পুরুষ এ দু'আ করবে না যে, হে আল্লাহ, আমাকে নারী বানিয়ে দিন। এ কথাও ভাববে না যে, আল্লাহ কেনো আমাকে সাহাবায়ে কেরামের যুগে সৃষ্টি করলেন না? এ কথা আমাদের ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে আমাদের জন্ম হলে আমরা মুনাফিক হতেও তো পারতাম। যার কারণে আমার প্রভু আমাকে যে যুগে সৃষ্টি করেছেন, সেটাই আমার জন্যে উত্তম।

অনেক লোককে দেখা যায়, অর্থসংকটের কারণে পেরেশান হয়ে এ কথা বলে ফেলে, আল্লাহ কেনো আমাকে বিত্তবানের ঘরে সৃষ্টি করলেন না? সে এ কথা ভাবে না যে, আল্লাহ যদি আমাকে কোনো বিত্তবানের ঘরে সৃষ্টি করতেন তাহলে হতে পারে, তিনি আমাকে ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত করতেন। তখন আমার কী অবস্থা হতো! এ কারণে বুয়ুর্গানে দ্বীন সবসময় ভাগ্যের ফয়সালার ওপর সম্ভ্রষ্ট থাকার শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। বিষয়টিকে مرضى مولى از همه اولی [আল্লাহর সম্ভ্রষ্টই শ্রেষ্ঠ পাওয়া] বলা হয়।

### ৪. দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে অস্থির হওয়া উচিত নয়

যেমন, এ কথা বলবে না যে, হে আল্লাহ, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পূর্বেই আমার অমুক কাজটি করে দিন। এভাবে শর্তারোপ করা শিষ্টাচারের পরিপন্থী। অনেক বেকার লোককে দেখা যায় এ দু'আ করছে, হে আল্লাহ, এ মাসের ভেতর আমাকে সমিতির মাঝে ঢুকিয়ে দিন; আমার জীবিকার ব্যবস্থা করে দিন। ইত্যাদি। সময়ের শর্তারোপ করে এভাবে দু'আ করার অভ্যাস আমাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে।

### ৫. গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

#### জাতীয় দু'আ করবে না

আজকাল আমাদের গাফলতি এ পর্যায়ে নেমে গেছে যে, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজের লোক ফিল্ম রিলিজ করার পূর্বে কুরআন তিলাওয়াতের মাহফিল আয়োজন

## আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না?

৩০

করে এ দু'আ করে থাকে যে, আমাদের ফিলা যেনো হিট হয়। হারাম কারবারে সম্পৃক্ত লোকেরা এ দু'আ করে যে, আমাদের ব্যবসা যেনো উন্নতি করে। যুবক তরুণদেরকে দেখা যায় অবৈধ প্রেমের স্বপ্ন পূরণ করার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করে যে, হে আল্লাহ, তার মন আমার দিকে আকৃষ্ট করাও। অনেক লোককে দেখা যায় যে, কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে ঝগড়া ও কলহের কারণে আল্লাহর কাছে দু'আ করে যে, অমুক স্বামী-স্ত্রী বা ভাই-ভাইয়ের মাঝে যেনো ঝগড়া বেঁধে যায়। এমন দু'আ করা কখনই সমীচিন নয়। কেননা এরকম দু'আকারীর ওপর আল্লাহ তা'আলা খুবই অসন্তুষ্ট হন।



## দু'আর ক্ষেত্রে পালনীয় কিছু আদব ও মুসতাহাব আমল

এমন কিছু পসন্দনীয় কাজ রয়েছে; যেগুলো পালন করা হলে দু'আ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায়; এগুলোকে দু'আর মুসতাহাব আমল বলা হয়। যে সকল বুয়ুর্গানে দ্বীনের দু'আ আল্লাহ তা'আলা 'মুসতাজাবুদ দাওয়াত' হওয়ার কারণে কবুল করে থাকেন, তাদের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তারাও দু'আর পূর্বে উক্ত কাজগুলো আদায় করতেন। এভাবে তারা তাদের দু'আগুলোকে মাকবুল বানিয়ে নিতেন। কাজগুলো নিম্নরূপ-

### ১. দু'আ প্রার্থনার পূর্বে কোনো নেক কাজ করা

যেমন, আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সদকা করা। আল্লাহ তা'আলার কাছে বান্দার প্রতিটি নেক কাজই অত্যন্ত প্রিয়। সাধারণত দেখা যায়, যেই শ্রমিক পূর্ণ মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে মেহনত করে মালিকের মন জিতে নেয়; সেই শ্রমিককে মালিক প্রচলিত সাধারণ অঙ্কের চেয়ে অধিক পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন। কাজেই আমাদের কর্তব্য হলো, যখন আমরা কোনো উৎকট বিপদের সম্মুখীন হবো, তখন প্রথমে কোনো নেক কাজ করে তাওবা করে নেবো। এর মাধ্যমে আল্লাহকে খুশি করবো। এরপর তাঁর কাছে দু'আর উদ্দেশ্যে হাত পাতবো। এতে দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।



## ২. ওযু করে দু' রাক্বাত সলাতুল হাজত আদায় করা

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দফতরে বা অফিসে কোনো কাজ করতে হয়, তাহলে তাকে সর্বপ্রথম সেখানে দরখাস্ত পেশ করতে হয়। দরখাস্ত ছাড়া কোনো ব্যক্তির কোনো আপিল পাত্তা দেয়া হয় না। দুই রাক্বাত সলাতুল হাজত পড়াটা বাস্তবিকভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে রীতিমতো দরখাস্ত পেশ করার মতো। অসংখ্য কিতাবের মাঝে সাহাবায়ে কেরাম ও মহান পূর্বসূরীদের এ অভ্যাশের কথা পাওয়া যায় যে, তারা যখন কোনো মুশকিলের সম্মুখীন হতেন সঙ্গে সঙ্গে দুই রাক্বাত নফল নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁদের দু'আ কবুল করতেন।

## ৩. কেবলামুখী হয়ে বসা

যখন মানুষ আল্লাহ তা'আলার ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করে তখন আল্লাহর রহমত তার অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। এ সময় বরকতের বর্ষণ নেমে আসে। জনৈক ক্বারী সাহেবের ঘটনা শুনেছি যে, তার দু'জন ছাত্রের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা সমান স্তরের ছিলো। তারা দু'জন একই দিনে কুরআনের পাঠগ্রহণ শুরু করেছিলো। এ দু'জনের একজন সবসময় কিবলামুখী হয়ে পাঠ করতো; আরেকজন বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতো। পরে দেখা গেলো, যে ছেলেটি কেবলামুখী হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতো, সে অপরজনের এক বছরের পূর্বে কুরআনুল কারীমের হাফেয হয়ে গেলো।

## ৪. দু'জানু হয়ে বসা

একজন দু'আপ্রার্থনাকারীর জন্যে উত্তম হলো, সে দু'আর ক্ষেত্রে আদবের আসন গ্রহণ করবে। এ কারণে দু'জানু হয়ে বসে দু'আ করবে।

## ৫. দু'হাত ছড়িয়ে দু'আ করা

সাধারণত দেখা যায় যে, কোনো যাচনাকারী যখন হাত পাতে তখন দর্শক স্পষ্টত বুঝে নেয় যে, লোকটি ভীষণ প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছে। নবী



করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম অভ্যাশ ছিলো, তিনি দু'আ করার সময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে উভয় হাত ছড়িয়ে দু'আ চাইতেন।

#### ৬. উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলিত করা

হাত তুলে দু'আ করার সময় অবশ্যই দু' হাত মিলিয়ে রাখবে এবং হাতের মুষ্টি খুলে রাখবে। এ সময় দু' হাত কাঁধ বরাবর উপরের দিকে উত্তোলিত করবে। এভাবে হাত তোলার মাধ্যমে কারো কাছে কোনো জিনিস প্রার্থনার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এর ফলে দাতার মনে দেয়ার প্রবল অনুকম্পা জাগ্রত হয়ে থাকে।

#### ৭. সকাতরে প্রবল কান্নায় উদ্বেলিত হওয়া

বারংবার দেখা গেছে যে, অস্বচ্ছল পরিবারের কোনো শিশু যখন তার মায়ের কাছে টাকা চায় তখন মা প্রথমে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে যে, আমি তোমাকে কেবলমাত্র অমুক জিনিসটি এনে দিয়েছি। এখন আমার কাছে তোমাকে দেয়ার মতো টাকা নেই। এ কথা শুনে কিন্তু ওই শিশু সটকে পড়ে না; সে বরং উপর্যপূরী জেদাজেদি করতে শুরু করে। তার মা তাকে শতবার বারণ করলেও সেই শিশু বারংবার মার কাছে সে জিনিসটি চাইতে থাকে। ঝাড়ি-বকুনি খেয়েও সে তার চাহিদা থেমে সরে পড়ে না; বরং অনেক সময় সে চোখের জল আর নাকের জল একাকার করে চাইতে থাকে। তার সেই সকাতরে প্রবল কান্নায় উদ্বেলিত আন্দার দেখে অবশেষে দরিদ্র জননীও দয়াদ্র হতে বাধ্য হয়। তখন সে শিশুটির চাহিদা পূরণ করে।

তদ্রূপ যখন কোনো বান্দা নিদারুণ অক্ষমতা ও কাতরতার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ প্রার্থনা করে তখন আল্লাহর দয়ার সাগরে প্রচণ্ড তুফান উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যার ফলে তিনি বান্দার দু'আ কবুল করেন। আমরা নমুনা হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

একটি দু'আ পেশ করছি। দু'আটি কাতরতা ও অক্ষমতা প্রকাশের অনুপম দৃষ্টান্ত। বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আটি প্রার্থনা করেছিলেন—

أنا البائس، الفقير، المستغيث، المستجير، الوجل،  
المشفق، المقر، المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين،  
وابتهل إليك إبتهاً المذنب الذليل.

‘আমি এক বিপদগ্রস্থ, মুখাপেক্ষী, ফরিয়াদী, আশ্রয়কামী, অসহায়, দুর্বল, নিজ গুনাহের স্বীকারোক্তি প্রদানকারী অক্ষম বান্দা। আমি আপনার কাছে অনাথ ইয়াতিমের মতো যাচনা করছি। আমি লাক্ষিত অপদস্থ গুনাহগারের মতো সকাতে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করছি।’

আল্লাহ তা‘আলার আসমাউল হুসনার  
ওসিলা দিয়ে দু‘আ চাওয়া

কুরআনুল কারীমের মাঝে মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন—

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

‘আর আল্লাহর অনেকগুলো ভালো নাম রয়েছে। তোমরা সেই নাম দিয়ে তাঁর কাছে দু‘আ করো।’ [সূরা আ‘রাফ : ১৮০]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

‘আপনি বলুন, তোমরা তাঁকে আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো; যে নামেই তোমরা তাঁকে ডাকো, যেনো রেখো— তাঁর অনেকগুলো ভালো নাম রয়েছে।’

[সূরা বনী ইসরাঈল : ১১০]



বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বেজোড়। তিনি বেজোড়কেও খুব পসন্দ করেন। কুরআনুল কারীমে মানুষের জন্যে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- ظالم, ظالم, ظالم। এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার সিফাতি নামগুলোর ওপর গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেখানে তাঁর তিনটি নাম রয়েছে- غفار, غفور, غفار। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দার জুলুম যে ধরনেরই হোক না কেনো; তার বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত বিদ্যমান রয়েছে। প্রয়োজন একটাই, আর তাহলো, চাইতে হবে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলার গুণের শেষ নেই তদ্রূপ তার সিফাতি নামেরও কোনো শেষ নেই। বিস্ময়কর কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি নামের প্রতিটি নামই একটি করে গুণবাচক অর্থ ধারণ করে; কিন্তু রহমত গুণ প্রকাশের জন্যে দু'টি নাম এসেছে। একটি হলো, رحمن [রহমান]। আর অপরটি হলো, رحيم [রহীম]। এর অর্থ হলো, তাঁর রহমত অনেক বেশি। আর رحمن-এর অর্থ হলো, তাঁর রহমত সাধারণ-অসাধারণ প্রত্যেকের ওপরই বর্ষিত হয়। আমাদেরকে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার গুণবাচ্য রহমত অন্য সমস্ত গুণের ওপর বিজয়ী। ইরশাদ হয়েছে-

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

‘আর আমার রহমত প্রতিটি বস্তুর ওপর প্রাধান্য পেয়েছে।’ [সূরা আ'রাফ : ১৫৬]

আল্লাহ তা'আলার আরো ছয়টি প্রশিদ্ধ নামের অর্থ জেনে নেয়া যাক-

حَنَان : বলা হয় ওই সত্তাকে, যিনি কাউকে রুষ্ঠ হতে দেন না। যদি কেউ কোনো কারণে রুষ্ঠ হয়; তাহলে দ্রুত তাকে তুষ্ট করে ফেলেন।



منان : বলা হয়, ওই সত্তাকে, যিনি কারো ওপর দয়া করেন; তবে তাকে এ কথা বলে খোঁটা দেন না যে, আমি তোমার ওপর অমুক দয়া করেছিলাম।

করیم : বলা হয় ওই সত্তাকে, যিনি প্রার্থনাকারীর অবস্থা দেখেই তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দান করে দেন। প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনা করার সময়টুকুও দেন না।

الحي : যিনি চিরঞ্জীব।

القيوم : যিনি সকল সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

الودود : যিনি প্রেমময়।

### আল্লাহর শানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিষ্টাচার রক্ষা করা

দু'আর মাঝে এমন কোনো কথা বলা যাবে না; যা আল্লাহ তা'আলার শানের পরিপন্থী হয় অথবা যার মাঝে অসৌজন্যতার সামান্য পরিমাণে হলেও প্রকাশ ঘটে। অনেক লোককে এ কথা বলতে শোনা যায় যে, হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে এ পরিমাণ দান করেন তাহলে তো আপনার ভাণ্ডারে স্বল্পতা দেখা দেবে না। কাউকে এ দু'আ করতে শোনা যায় যে, হে আল্লাহ, আমি তোমার দ্বীনের কাজ করেছি, এখন তুমি আমার কাজ করে দাও। যা কখনই সমীচিন নয়। বিভিন্ন হাদীস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করার সময় আল্লাহর শানে প্রচণ্ড ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিগলিত শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতেন। তায়েফের সফরকালে নবীজির পঠিত এ দু'আটির প্রতি লক্ষ্য করুন—

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس  
يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من  
تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمرى إن لم يكن  
بك على غضب، فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ



بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا  
والآخرة أن يحل على غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى  
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. -البداية والنهاية : ١٠٩/٣

‘হে আল্লাহ, আমি একমাত্র আপনার কাছে নালিশ করছি আমার দুর্বলতা, আমার অসহায়ত্ব, আমার জনসম্মুখের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কথা। হে সর্বাধিক দয়াশীল ও করুণাময়ী, আপনিই তো দুর্বলদের প্রতিপালক। আপনিই তো আমার রব। আপনি আমাকে কার কাছে অর্পণ করছেন? এমন কোনো অপরিচিত অচেনা ব্যক্তির কাছে; যে আমাকে দেখে ভ্রুকুঞ্চিত করবে? ও মুখ ব্যদান করবে? অথবা এমন কোনো শত্রুর হাতে, যাকে আপনি আমার ওপর প্রবল বানিয়ে দিয়েছেন? হে আল্লাহ, আপনি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে আমি কারোর পরোয়া করি না। আপনার নিরাপত্তা আমার জন্যে যথেষ্ট। আমি তোমার কুদরতী চেহারার ওই আলোর উসিলায় -যার আলোকরশ্মিতে সমস্ত অন্ধকার আলোময় হয়ে ওঠেছে এবং যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কাজ শুদ্ধ হয়েছে- পানাহ চাইছে এ কথা থেকে যে, তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবে বা রুষ্ঠ হবে। ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টতা দূর করা জরুরী, যতোক্ষণ না তুমি আমার পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আর তুমি ছাড়া কোনো শক্তি নেই, কোনো ক্ষমতা নেই।

### নবীগণের উসিলা দিয়ে দু'আ চাওয়া

দু'আর মাঝে এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় ক্ষমা করে দিন, অথবা بحرمة এর শব্দ প্রয়োগ করে দু'আ করাটা খুবই উত্তম। এগুলো দু'আ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়।



### বুয়ুর্গানে দ্বীনের উসিলা দিয়ে দু'আ চাওয়া

অনেক লোককে কবরের কাছে এসে এ কথা বলতে শোনা যায় যে, আমি আপনার কাছে আমার ফরিয়াদ পেশ করছি। আপনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদটুকু পেশ করুন। এ ধরনের কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দু'আ সবসময় আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়। যদি বুয়ুর্গানে দ্বীনের উসিলা দিয়ে দু'আ চাইতে হয়, তাহলে এভাবে বলবে- হে আল্লাহ, আমি আপনার অমুক বুয়ুর্গকে; অমুক ওলীকে ভালোবাসি। আমি আমার এই ভালোবাসার আমলটিকে আপনার দরবারে উসিলা হিসেবে পেশ করছি। আপনি তার কারণে আমার দু'আটুকু কবুল করে নিন। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে প্রয়োজন পূরণকারী ও মুশকিল আসানকারী বিশ্বাস করা জায়েয নয়।

### বিপদের সময় নিজের খাস নেক আমলের উসিলা দেওয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, একবার বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের তিনজন লোক সফর করছিলো। অকস্মাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। তখন তারা বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে একটি গুহার ভেতর আশ্রয় নেয়। ইতোমধ্যে একটি বিশাল পাথর গড়িয়ে তাদের অবস্থানকরা গুহার মুখ আটকে ফেলে। তখন এই অযাচিত মুসিবত থেকে উদ্ধারের জন্যে তারা তাদের নেক আমলগুলোর উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকে। আল্লাহ তখন তাদের দু'আ কবুল করেন। গুহার মুখ থেকে আল্লাহর রহমতে বিশাল পাথরটি সরে পড়ে। এভাবে তাদের জীবন বেঁচে যায়।

[মিশকাত শরীফ : ৪২০]

### নিজ গুনাহের স্বীকারোক্তি দেওয়া

বুয়ুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হলো, যদি কোনো অপরাধী নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে লজ্জিত, অনুতপ্ত ও অনুশোচনাদক্ষ হয় তাহলে তার সঙ্গে তুলনামূলক সহজ আচরণ করা হয়। পক্ষান্তরে যেই অপরাধী নিজের



অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার করে তার সঙ্গে মর্মস্তদ ও বেদনাদায়ক আচরণ করা হয়। কাজেই একজন মুমিনের কর্তব্য হলো, সে দু'আ করার সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের গুনাহের সরল স্বীকারোক্তি করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে কারো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো কিছুই অজ্ঞাত নয়। তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল।

## দু'আর সময় কণ্ঠস্বর নিম্নমুখী রাখা

একাকী দু'আ করার ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

‘তোমরা তোমাদের রবের কাছে দু'আ করো সকাতরে  
অশ্রুস্বজল অবস্থায় ও নির্ভতে’ [সূরা আ'রাফ : ৫৫]

পক্ষান্তরে সম্মিলিতভাবে দু'আপ্রার্থনার সময় উচ্চ শব্দে দু'আ করার অনুমতি রয়েছে। এতদসত্ত্বেও চিৎকার চেচামেচি করে, শোরগোল করে দু'আ করা অবশ্যই শিষ্টাচারের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে বিধান হলো, দু'আকারী তার কণ্ঠস্বর এতটুকু উঁচু করবে, যেনো শ্রোতামণ্ডলী সহজে শুনতে পেরে আমীন বলতে পারে।

## মাসনূন দু'আগুলো আগে পাঠ করা

দু'আপ্রার্থনাকারীর কর্তব্য হলো, সে তার দু'আর অগ্রভাগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করবে। এর ফলে আল্লাহর কাছে দু'আ কবুল হতে সহায়ক হয়। দ্বিতীয় উপকারিতা হলো, সেই দু'আগুলো এতোটাই ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থব্যঞ্জক যে, দুনিয়ার সকল মানুষের সমস্ত বাকশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দীর্ঘকাল গবেষণা করেও সেগুলোর সকল অর্থ ও অনুভূতি উদ্ধার করতে পারবে না।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কুনূতে নাযেলা এতো ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক যে, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা না শেখাতেন তাহলে আমরা কখনই এমন দু'আ প্রার্থনা করতে পারতাম না।

দু'আটি হলো—

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِي مَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا  
فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أُعْطِيتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا  
قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ  
وَالَّيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ،  
نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.

‘হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে হিদায়াত প্রদান করে হিদায়াতপ্রাপ্তদের জামাতে শামিল করে নিন। আপনি আমাদেরকে নিষ্কৃতি প্রদান করে নিষ্কৃতিপ্রাপ্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আপনি আমাদের বন্ধু হয়ে আমাদেরকে আপনার সুহৃদদের মাঝে যুক্ত করে নিন। আপনি আমাদেরকে যা দান করেছেন, তার মাঝে বরকত দান করুন।

আপনি আমাদেরকে সেসকল অনিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখুন, যার সিদ্ধান্ত আপনি গ্রহণ করেছেন। কেননা একমাত্র আপনিই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন (এবং আপনার সিদ্ধান্ত আমার কল্যাণে গ্রহণ করুন)। আপনার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। (কাজেই আপনি আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন না)।

নিশ্চয়ই আপনি যার সহায়তাকারী হয়ে যান তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। পক্ষান্তরে আপনি যার বিরুদ্ধে চলে যান তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। হে আমার রব, আপনি আদ্যোন্ত বরকতময়। আপনি অত্যন্ত সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি। আর আমরা আপনার সকাশেই প্রত্যাবর্তন করি।

মাসনূন দু'আগুলো পাঠ করার পর ব্যক্তিগত দু'আগুলো নিবেদন করা উচিত।



## জামে' দু'আ পাঠ করা

মাসনুন দু'আ পাঠের পর দু'আয়ে মাসূরা পাঠ করা যেতে পারে। বুয়ুর্গানে দ্বীনের দু'আগুলোর মাঝে খুব গভীরতা থেকে থাকে। হযরত রাবে'আহ বসরী রহ. তাহাজ্জুদের সময় এ দু'আগুলো প্রার্থনা করতেন—

\* হে আল্লাহ, এখন রাতের শেষ প্রহর চলছে। দুনিয়ার সকল রাজা নিজেদের ফটক বন্ধ করে রেখেছে। এখন একমাত্র তোমার ফটকই খোলা আছে। আমি শুধু তোমার কাছেই প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে আপনার বানিয়ে নিন।

\* হে আল্লাহ, আপনি তো আসমানকে যমিনের ওপর পড়ে যাওয়া থেকে আটকে রেখেছেন। আপনি শয়তানকে আমার ওপর ছড়ি ঘোরানো থেকেও আটকে রাখুন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এ দু'আ করতেন, হে আল্লাহ, যেভাবে আপনি আমাদের কপালগুলোকে গায়রুল্লাহর সামনে নত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তদ্রূপ আপনি আমাদের হাতগুলোকে তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে পাতা থেকেও বাঁচিয়ে রাখুন।

জনৈক বুয়ুর্গ সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি এ দু'আ করতেন— হে আল্লাহ, আমরা তো ঘরের ছোট ছোট জিনিসগুলো ঠিকমতো হিফায়ত করতে পারি না। ঈমান তো অনেক বড় দৌলত। সেগুলো আমরা কীভাবে হিফায়ত করতে পারবো? আমরা আমাদের বিষয়গুলো আপনার হাতে সোপর্দ করছি। আপনি আমাদের হিফায়তের ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করুন।

## নিজের সত্তা থেকে শুরু করে গোটা

### উম্মতের জন্যে দু'আ করা

একাকী দু'আ করার সময় করণীয় হলো, প্রথমে নিজের প্রয়োজনাদি সম্পর্কিত দু'আগুলো নিবেদন করবে। এরপর পরিবারের সদস্যদের



জন্যে, পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়-স্বজনের জন্যে, বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে, নগরবাসীদের জন্যে, নিজের দেশের জন্যে এবং সর্বশেষে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্যে দু'আ প্রার্থনা করবে।

### সমবেত দু'আ প্রার্থনার সময় বহুবচন ব্যবহার করা

যদি একই স্থানে একাধিক লোক সমবেত হয়ে দু'আ প্রার্থনা করে তাহলে দু'আ পরিচালনাকারীর কর্তব্য হলো, দু'আর শব্দে বহুবচন ব্যবহার করবে।

### প্রচণ্ড আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে দু'আ প্রার্থনা করা

কিছু লোককে দেখা যায়, তারা দু'আ পাঠ করছে, কিন্তু দু'আ চাইছে না। দু'আ পাঠ করা আর দু'আ চাওয়ার মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। দু'আ পাঠ করার অর্থ হলো, মুখস্থ দু'আগুলো এমনভাবে পড়ে যাচ্ছে যে, খোদ দু'আকারীও বুঝছে না যে, সে কী চাইছে? দু'আ শেষ করার পর সে বলতে পারবে না যে, সে কোন কোন জিনিস প্রার্থনা করেছে?

এর বিপরীতে দু'আ চাওয়ার অর্থ হলো, ব্যক্তি এতোটা আবেগ-উদ্দীপনা ও আকুলতা নিয়ে দু'আ করবে যে, মনে হবে- তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ উদগ্রীব হয়ে প্রার্থনা করছে। আপনি যদি কোনো ফকিরের দিকে তাকান তাহলে লক্ষ্য করবেন, সে তার শরীরে তালি দেওয়া কাপড় জড়িয়ে এসেছে। তার শরীরের বসন দেখে, যে কোনো দর্শকের মন আদ্র হবে।

এরপর যখন সে তার হাত বাড়িয়ে দেয় তখন দেখা যাবে, করুণ সূরে বেদনামাখা কণ্ঠে কথা বলছে। এভাবে তার কাপড়, তার হাত, তার কণ্ঠস্বর, তার দৃষ্টি; সবকিছু থেকেই যাচনা ও প্রার্থনার আকুলতা ঝরবে। আপদমস্তক প্রার্থনা আর প্রার্থনা। যার কারণে তার সামনে যারা পড়ে, তারা তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না। প্রত্যেকেই তার সাধ্যমতো কিছু না কিছু দিয়ে যায়। এখান থেকে আমাদের বুঝা দরকার যে, যখন একজন



ফকির দু' পয়সার জন্যে নিজেকে এতোটা হীন করে হাত বাড়াতে পারে সেখানে যেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হাত পাতছে, তাকে কতোটা অক্ষমতা, আকুলতা ও উদগ্রীব কণ্ঠস্বর নিয়ে হাত পাততে হবে।

### অশ্রুজল চোখে দু'আ প্রার্থনা করা

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই বিদেশী পণ্যের কদরের কমতি নেই। লোকেরা উচ্চ মূল্যে, আবেগ নিয়ে বিদেশী পণ্য ক্রয় করে থাকে। আরশের ওপর যেই রহমত ও করুণার উৎস, সেই রহমত ও করুণা পেতে হলে অবশ্যই আপনাকে উচ্চ মূল্য দিয়ে আবেগ সহকারে সংগ্রহ করতে হবে। গুনাহগারের দু' চোখের পানি হলো সেই আবেগ ও আকুলতার পরিচয়। আল্লাহ তা'আলাও সেই অশ্রুগুলোকে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করে নেবেন।

موتی کجھ کر شان کری نے چن لے

قطرے جو تھے مرے عرق انفال کے

বেদনাহত আমার দেহের রক্তসেঁচা ঘামকণা

মহাদয়ালুর বিপণীবিতান মুক্তোদামে করে কেনা।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. বলতেন— তোমরা দু'আ প্রার্থনার সময় অবশ্যই ত্রন্দন করবে। فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَبَاكُوا 'যদি কান্না না আসে তাহলে কান্নার ভাব ধরবে'। হতে পারে, তোমার এ চিত্র আল্লাহ পসন্দ করবেন।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদয়গ্রাহী ওয়ায করেন। যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকের চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরতে থাকে। ইতোমধ্যে উপস্থিত এক সাহাবী শব্দ করে হেঁচকি তুলে কাঁদতে শুরু করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, ওই সাহাবীর কান্না আল্লাহ তা'আলার কাছে এতোটাই পসন্দনীয় হয়েছে যে, তার উসিলায় মাহফিলের সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাদের মহান আকাবিরদের মধ্যে হতে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. তাহাজ্জুদের নামায আদায় শেষে যখন দু'আ



করতেন তখন তিনি -কোনো কিশোরকে তার পিতা পেটানোর সময় কিশোরটি যেভাবে বিকট শব্দ করে কাঁদে- এভাবে কাঁদতেন।

### একই মাকসাদের জন্যে বারংবার দু'আ করা

অনেক লোককে দেখা যায়, একবার দু'আ করার পর সেটি কবুল হওয়ার আলামত খুঁজতে থাকে। যদি কোনো আলামত না পায়, তাহলে মন ভেঙে দু'আ করাই ছেড়ে দেয়। এটি দু'আর আদবের পরিপন্থী। দু'আর শিষ্টাচার হলো, একই উদ্দেশ্যের জন্যে বারবার দু'আ করবে। যেভাবে কোনো ফকির কোনো রাজার কাছে কিছু চাইতে গেলে কাকুতি-মিনতি করে যেভাবেই হোক তাকে সম্মত করতে চেষ্টা করে।

### ছোট-বড় সকল প্রয়োজনে একমাত্র

#### আল্লাহর কাছে হাত পাতা

অনেক লোক মনে করে, একমাত্র বড় কাজের জন্যে আল্লাহর কাছে হাত পাততে হয়। ছোট ছোট কাজের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাকে তার খারাপ মনে করে। আদতে তেমনটি নয়। ছোট-বড় প্রতিটি প্রয়োজনে মহান রব্বুল ইয়যতের শরণাপন্ন হওয়াই তো উত্তম শিষ্টাচার।

হযরত আনাস রাদি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকেই যেনো তার রবের কাছে নিজের প্রতিটি প্রয়োজনের জন্যে হাত পাতে। এমনকি যদি পায়ের পাদুকার ফিতা ছিড়ে যায়, তাহলে সেটিও যেনো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। লবনের প্রয়োজন পড়লেও যেনো তাঁরই সকাশে যাচনা করে।

[মাজমা'উয যাওয়ায়েদ : ১০/১৫]

### দু'আর শুরু ও শেষাংশে আল্লাহর

#### প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা

দু'আর মাঝে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তনের অর্থ হলো, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; একমাত্র তিনিই আমাদের মালিক; তিনিই



আমাদেরকে রিযিক দান করেন; তিনিই আমাদের সকলের ওপর সমান সক্ষম; এ কথাগুলো স্বীকার করবে। তিনি যে সবধরনের দোষ-ত্রুটির উর্ধ্ব; এ কথা তুলে ধরবে। এ কারণে বিভিন্ন হাদীসে এসেছে যে, সবচেয়ে উত্তম যিকির হলো, لا إله إلا الله। আর সমস্ত দু'আর মাঝে উত্তম দু'আ হলো, الحمد لله। একজন মানুষ যতো বেশি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে ততো বেশি আল্লাহর দরবারে নৈকট্য অর্জন করবে। এর ফলে সে তার দরখাস্ত পেশ করার যোগ্য হবে।

যদি কোনো মানুষ অষ্টপ্রহর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে পারে তাহলে এটি তার জন্যে অনেক বড় দু'আ। কেননা এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ, আপনি দয়ালু, আপনি দানবীর, আপনি সক্ষম, আপনি পরাক্রমশালী, তাহলে বাস্তবিক অর্থে এ কথা বলে নিজের জন্যে দু'আ করা হচ্ছে। হাদীস শরীফে একটি উত্তম দু'আ বর্ণিত রয়েছে। দু'আটি হলো-

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ،  
مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ  
لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ  
فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ  
الْقُرْآنَ رِبْعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

‘হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আমার তাকদীর আপনার হাতে। আপনার বিধান আমার ওপর বলবৎ। আপনার সিদ্ধান্ত আমার ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ। আমি আপনার প্রত্যেক ওই নামের উসিলা দিয়ে -যে নাম আপনি নিজেই নিজের ওপর নামকরণ করেছেন; অথবা তোমার কিতাবের মাঝে নাখিল করেছেন; অথবা তোমার কোনো মাখলুককে শিখিয়েছেন; অথবা তোমার বিশেষ ইলমুল



গায়েবের মাঝে পসন্দ করে রেখেছেন- সেই নামের উসিলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্ত, আমার বক্ষের রোশনাই, আমার পেরেশানি বিদূরিত হওয়ার কারণ ও আমার দুঃখ মোচনের উপকরণ বানিয়ে দিন। [মিশকাত : ২১৬]

### সূচনা ও শেষপ্রান্তে নবীজি সা.-এর প্রতি দরুদ পাঠ করা

দু'আর সূচনায় আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর আল্লাহ তা'আলার প্রেমাস্পদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার দু'আ করবেন; দরুদ পাঠ করবেন। দরুদের মাঝে এ দু'আ করা হয় যে, হে আল্লাহ, আপনি আপনার প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে অধিক থেকে অধিক ইযযত ও সম্মানে ভূষিত করুন।

মিশকাত শরীফের বর্ণনায় এসেছে- হযরত উমর রাদি. ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই প্রতিটি দু'আ আসমান ও যমিনের মাঝখানে ঝুলে থাকে। যতোক্ষণ পর্যন্ত সেই দু'আর মাঝে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ যুক্ত না করা হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত সেটিকে সামান্যতম উপরে উঠার অনুমতি দেয়া হয় না। হযরত সুলাইমান দারানী রহ. বলেন-

‘যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো প্রয়োজনের জন্যে দু'আ করবে তখন সূচনাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ বর্ষণ করবে। এরপর দু'আ শেষ করার পূর্বেও দরুদ পাঠ করবে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু নিজ দয়া ও অনুকম্পায় শুরু ও শেষের দরুদ শরীফকে অবশ্যই গ্রহণ করবেন - কারণ, তিনি তার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাক্বাম উচ্চকিত হয়- কাজেই যখন শুরু ও শেষের দরুদ কবুল হবে, তখন



আশা করা যায়, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী চাওয়াগুলোও কবুল হবে। এটি মহান আল্লাহর শানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় যে, তিনি শুরু ও শেষের দরুদ কবুল করবেন আর মধ্যবর্তী দু'আগুলো ফিরিয়ে দেবেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত ফুযালা ইবনে উবায়দ রাদি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলো। এরপর সে নামায আদায় করে দু'আয় এতটুকুনই বললো- اللهم اغفر لي وارحمني।

তার এ কাণ্ড দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে নামাযী, তুমি তো তাড়াহুড়া করে ফেললে। যখন তুমি নামায পড়ে বসবে তখন প্রথমে আল্লাহ তা'আলার যতোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে। এরপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করবে। অতপর আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমার নিজ দু'আ পেশ করবে।

লোকটি তখন পুনরায় নামায আদায় করলো। এরপর আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করলো। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে নামাযী, দু'আ চাও। তোমার দু'আ কবুল হবে। [সুনানে তিরমিযী : ২/৫০১]

## দু'আর ক্ষেত্রে বর্জনীয় কিছু

### কাজ ও কতিপয় নিষিদ্ধ আমল

এমন কিছু কাজ রয়েছে; যেগুলো দু'আ করার সময় যেই কাজগুলো করাটা আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না। সেগুলো হলো-

১. দু'আ চাওয়ার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে তাকানো অনুচিত।
২. দু'আর মাঝে কৃত্রিমভাবে ছন্দ ও অন্তর্মিল মিলিয়ে আবৃত্তি করা পরিহার করতে হবে।
৩. দু'আর মাঝে ইচ্ছেকৃতভাবে সুরারোপ করে, সংগীতের মতো করে পাঠ করা উচিত নয়।



৪. কোনো দু'আর ওপর বাধ্য করা যাবে না। যেমন, এ কথা বলা যাবে না যে, হে আল্লাহ, আপনাকে আমার এ দু'আ কবুল করতেই হবে।
৫. আল্লাহ তা'আলার রহমতের মাঝে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা যাবে না। যেমন, এ কথা বলা যাবে না যে, হে আল্লাহ, অমুক জিনিস শুধু আমাকেই দিন। অন্য কাউকে দেবেন না।

### দু'আ কবুলের সময়

এমন কিছু রয়েছে; যে সময় কেউ আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তার সেই দু'আ সাধারণত কবুল করে থাকেন। যেমন, আরাফাহর ময়দানে, সেখানে অবস্থানের দিনগুলোতে আল্লাহর কাছে মানুষ যে দু'আই চাইবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সে দু'আ কবুল করার অঙ্গীকার রয়েছে। তদ্রূপ কুরআনুল কারীমের হিফয করার সময় যে দু'আ চাওয়া হয় অথবা শবে ক্বদরের বিশেষ মুহূর্তে অথবা জুমু'আর দিনের দু'আ কবুলের সময় আল্লাহর কাছে যেই দু'আ ও মুনাজাত করা হয়, আল্লাহ তার সেই দু'আ কবুল করে নেন। দু'আ কবুলের সময়গুলো নিম্নরূপ—

১. রমায়ানুল মুবারকে; বিশেষত শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে।
২. কুরআনুল কারীম খতম করার প্রাক্কালে।
৩. রোযাদার ব্যক্তির ইফতার করার মুহূর্তে।
৪. যিলহজ মাসের ৯ তারিখে অর্থাৎ আরাফার দিনে।
৫. জুমু'আর রাতে।
৬. রাতের শেষ প্রহরে।
৭. জুমু'আর দিনে দু'আ কবুলের সময়ে।

### দু'আ কবুলের অবস্থা

দু'আ কবুলের জন্যে বিশেষ কিছু অবস্থাও রয়েছে। সেই অবস্থাগুলোতে দু'আ পাঠ করার ক্ষেত্রে আলসেমি করা কিছুতেই সমীচিন হবে না। অবস্থাগুলো নিম্নরূপ—



১. নামাযের আযান শোনার সময়; বিশেষ করে *حي على الفلاح* এর পর।
২. জিহাদের কাতার বা সারিবদ্ধ হওয়ার সময়।
৩. প্রচণ্ড সংঘর্ষমুখর লড়াই ও ধুকুমার উপর্যপূরী আক্রমণের প্রাক্কালে।
৪. ফরয নামাযের পরমুহূর্তে তৎক্ষণাৎ।
৫. নফল নামাযে সেজদার হালতে (তবে এ সময় শ্রেফ কুরআনুল কারীম বা হাদীস শরীফে বর্ণিত দু'আই পাঠ করবে)।
৬. কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতের পর।
৭. যমযমের পানি পান করার পর।
৮. কারো জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার মুহূর্তে তার নিজের জন্যে বা উপস্থিত কারো জন্যে কৃত দু'আ।
৯. মোরগের আযানের মুহূর্তে।
১০. মুসলমানদের দ্বিনি সমাবেশ চলাকালে।
১১. যিকিরের মাহফিলে কৃত দু'আ।
১২. নামাযের তাকবীরের পর অর্থাৎ ইকামতের পর।
১৩. বৃষ্টি বর্ষণকালে।
১৪. বাইতুল্লাহ শরীফের ওপর প্রথমবার দৃষ্টি পড়ার সময়।
১৫. কোনো আঘাত লাগার সময়।
১৬. কারো অনুপস্থিতিতে তার অজ্ঞাতসারে তার জন্যে দু'আ করার সময়।
১৭. কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াতকালে আয়াতস্থিত দুই আল্লাহ শব্দ পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দু'আ। যেমন, এ আয়াত  

مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
১৮. কারো ওপর বিশেষ কোনো নি'আমত দেখার সময় যে দু'আ করা হয়।

## দু'আ কবুলের স্থান

এমন কিছু স্থান আছে; যেখানে দু'আ প্রার্থনা করা হলে সেই দু'আ আল্লাহ কবুল করেন। হজের কিতাবগুলোতে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন- হারামাইন শরীফাইনের মাঝে ১৭টি স্থান রয়েছে; যেখানে প্রার্থিত দু'আ কবুল হয়।

১. এ তালিকার প্রথমটি হলো, মুলতায়াম। এটি কা'বার দরোজা ও হজরে আসওয়াদের মাঝখানে অবস্থিত। এটিকে জড়িয়ে ধরে কোনো ব্যক্তি যে দু'আ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সেই দু'আ কবুল করেন। একটি বিস্ময়কর তথ্য হলো, বারংবার অভিজ্ঞতায় এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে দু'আটি কবুল করবেন না, সে দু'আটি এ স্থানে ভুলিয়ে দেন।

এ ছাড়া বাইতুল্লাহ শরীফের দরোজার চৌকাঠ ধরে কেউ কোনো দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার সেই দু'আ কবুল করেন।

নিম্নে হারামাইন শরীফাইনের কয়েকটি স্থানের কথা উল্লেখ করা হলো, যেখানে দু'আ করা হলে আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেন-

২. মাত্বোফ

৩. মুলতায়াম

৪. মীযাব

৫. বাইতুল্লাহর ভেতরে

৬. যমযম কুরো

৭. সফা

৮. মারওয়াহ

৯. সাঈ করার স্থানে

১০. মাক্কাতে ইবরাহীম

১১. আরাফার ময়দানে

১২. মুযদালিফাহ

১৩. মিনা



১৪. জামারায় উলা

১৫. জামারায় উসতা

১৬. জামারায় উকুবাহ

১৭. রওয়ায়ে মুকাদাসের কাছে।

### সময় ও পরিবেশ উপযোগী দু'আ

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাহিমুস সালামের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট ছিলো তাঁরা সময় ও পরিবেশ উপযোগী দু'আ করতেন।

### হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দু'আ

হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। ওই সময় বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন শাসন করতো। জ্যোতিষীরা ফেরাউনকে অবহিত করেছিলো যে, অমুক সময় বনী ইসরাঈলে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করবে। ওই শিশু আপনার রাজত্ব খতম করে দেবে। তখন ফেরাউন নামক জালেম বনী ইসরাঈলের লাখো শিশুকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু তার ভেতর দিয়েও আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ভূমিষ্ঠ করেন এবং জালিম ফেরাউনের সকল জুলুম থেকে সংগোপনে বাঁচিয়ে জীবিত রাখেন।

বড় হওয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে মাদায়েন এলাকায় হিজরত করেন। যে সময় বনী ইসরাঈল সহ অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীগুলো ফেরাউন ও তার জাতির ক্রমাগত অত্যাচার ও নিপীড়নের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিলো, তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ  
الْكٰفِرِينَ ۝

‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে জালিম জাতির তীরচর্চার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবেন না। আমাদেরকে আপনার



রহমতের সহায়তায় কাফের জাতিগুলো থেকে নিষ্কৃতি দান  
করুন। [সূরা ইউনুস : ৮৫-৮৬]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই দু'আ এমনভাবে কবুল করেছিলেন যে, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সলিল সমাধী ঘটান। সেই সাগরের মাধ্যমে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্বজাতিকে কাফের সম্প্রদায়ের নিষ্পেষণের যাতাকল থেকে নিষ্কৃতি দান করেন।

### হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে সময়টিকে কাবাগৃহ নির্মাণ করেন, সে সময় এলাকাটি ছিলো জনমানবহীন অরক্ষিত অনাবাদ রুম্ম প্রান্তর। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা নির্মাণের সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেছিলেন—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ  
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ওই দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা সেই এলাকাটিকে এতোটাই শান্তিপূর্ণ নগরীতে পরিণত করেছিলেন যে, সেখানে সর্বপ্রকার যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি সেই হরম অঞ্চলে মানুষ ছাড়াও পশু-পাখি শিকার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। গাছের পাতা পর্যন্ত ছেড়ার অনুমতি নেই।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আর দ্বিতীয়াংশের বরকতে সারা পৃথিবীর বিচিত্র স্বাদ ও বর্ণের নানারকমের ফল মককা নগরীতে চলে আসছে। কোনো ফল যদি আপনি পৃথিবীর কোথাও না পান অবশ্যই এখানে আপনি সেটি পেয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ এতোটাই কবুল করেছিলেন।



## হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দু'আ

হযরত মারয়াম আলাইহাস সালাম একবার একাকী ছিলেন। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাবলীগের প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে আসতে দেরি হয়ে যায়। তিনি পেরেশান হয়ে পড়েন যে, তার কাছে তো কোনো খাবার-দাবার নেই। সম্ভবত তাকে অভুক্ত থাকতে হবে। ক্ষুধার কারণে ঠিকমতো ঘুমুতেও পারবে না। ইত্যাকার নানাবিধ চিন্তার ভেতর দিয়ে তিনি যখন ঘরে ফিরেন তখন দেখতে পান, মারয়াম আলাইহাস সালাম মেহরাবের কাছে বসে অমৌসুমী ফল খাচ্ছে।

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মারয়াম, এগুলো কোথেকে এসেছে? উত্তরে তিনি বলেন, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে, অসংখ্য অগণিত রিযিক দান করেন। কুরআনুল কারীমে সেই ঘটনাটি এভাবে ইরশাদ হয়েছে—

كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبِحَرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ  
أَنَّى لِكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ  
حِسَابٍ ۝ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً  
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

হযরত মারয়ামের কণ্ঠে এ উত্তর শুনে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ভাবলেন, যদি মারয়ামকে আল্লাহ তা'আলা অমৌসুমের ফল খাওয়াতে পারে, তাহলে আমি যেখানে বুড়ো হয়ে গেছি, আমার হাড়গুলো পুরাতন হয়ে গেছে। আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। তারপরও তো আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করতে পারেন। হُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ। সেমতে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করলেন—



رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

‘হে আমার রব, আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে নেক সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দু'আ শ্রবণকারী।

[সূরা আলে ইমরান : ৩৮]

### আল্লাহর মকবুল বান্দা

আল্লাহর এমন কতিপয় বান্দা আছেন; যাদের উপস্থিতিতে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে থাকেন। কেননা আল্লাহর সেই বান্দা এমন যে, তাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণের জন্যে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। যার কারণে তাঁদের দু'আ প্রত্যাখ্যান করতে সংকোচ বোধ করেন। বিষয়টি আমি একাধিকবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি আমার জীবনে এমন দু'-তিনজন মনীষীর সাক্ষাৎ পেয়েছি; যাদের দু'আ কবুল হতে আমি চাক্ষুষ দেখেছি।

### হযরত বাবুজী আবদুল্লাহ রহ.-এর দু'আ প্রার্থনা

হযরত বাবুজী আবদুল্লাহ রহ. ছিলেন মিরপুর খাসের অধিবাসী। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াত বুয়ুর্গ। আমরা ইউনিভার্সিটি পড়ার সময় প্রায়সময় তাঁর দরবারে উপস্থিত হতাম। এসময় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলার সৌভাগ্য হয়েছে। আমরা বিস্ময়করভাবে দেখেছি যে, তিনি যার জন্যেই এ দু'আ করতেন যে, হে আল্লাহ, আপনি তাঁকে আপনার প্রিয় রাসূলের দিদার নসিব করুন; দেখা যেতো, দু'-তিন রাতের মধ্যেই স্বপ্নে সে লোক নবীজির দিদার লাভ করতেন।

### নবী করীম সা.-এর যিয়ারত

আমাদের এই (বঙ্গ) শহরের তাবলীগ জামাতের আমির ছিলেন, সূফী মুহাম্মাদ দীন সাহেব। একবার তিনি ফজর নামাযের পর আমার কাছে এসে বললেন, আমি অনেক ওযিফা পাঠ করেছি, দরুদ শরীফ পড়েছি;



কিন্তু আমার মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো, আল্লাহ তা'আলা যেনো আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার নসিব করেন। আমি আপনাকে এখন একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি যে, আপনি কি এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে বুয়ুর্গদের কাছ থেকে কোনো আমলের কথা শুনেছেন?

উত্তরে আমি বললাম, আমলের কথা তো জানি না, তবে আমি আল্লাহর এক বান্দার কথা জানি, যিনি দু'আ করে দিলে সেই দু'আর বরকতে তিন রাতের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার নসিব হয়ে যাবে। আমি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবো এবং তাকে দিয়ে আপনার জন্যে দু'আ করাবো।

সৌভাগ্যপ্রসূত চমক যে, কয়েকদিন পর তিনি এখানে আগমন করলেন। সেমতে আমরা তাঁর মাহফিলে হাজির হলাম। মাহফিল শেষে বাবুজী রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম যে, হযরত, তিনি আমাদের মেহমান। তিনি আমাদের এ শহরের তাবলীগ জামাতের আমীর। আপনি তার জন্যে দু'আ করে দিন, আল্লাহ তা'আলা যেনো তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার নসিব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দু'আ করতে হাত তুললেন। সর্বোচ্চ আধা মিনিট দু'আ করলেন। এরপর আমরা ফিরে এলাম।

দ্বিতীয় দিন ফজরের নামাযের পর হঠাৎ দরোজার কড়া নড়ে ওঠলো। দরোজা খুলে বাইরে বেরোতেই দেখলাম, আমীর সাহেব দরোজার ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো? আজ তো আপনাকে বেশ হাসি-খুশি দেখা যাচ্ছে?

বললেন, আমি চিঠি লিখে নিয়ে এসেছি। আপনার কাছে এসেছি, বাবুজী হযরত আবদুল্লাহ সাহেবের ঠিকানা জানতে। আমাকে আজ রাতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসিব করেছেন।



আল্লাহ রব্বুল ইয়যত হযরত বাবুজী আবদুল্লাহ রহ.-কে অনন্য মর্যাদা দান করেছিলেন। তিনি হাত তুললেই কুদরতের পক্ষ থেকে কবুলিয়তের সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াত বুয়ুর্গ। দু'আ কবুলের বিশেষ মুহূর্ত চলে এলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভক্ত-অনুরক্তদের ডেকে সচেতন করে দিতেন। এমনকি রমায়ানুল মুবারক মাসে তিনি একাধিকবার সবাইকে ডেকে বলতেন যে, আজ লাইলাতুল কুদর; তোমাদের কোনো দু'আ করার থাকলে নিজের রবের কাছ থেকে চেয়ে নাও।

### অক্ষমের দশটির মকবুল দু'আ

বার্ষিক্যকালে একবার হযরত বাবুজী আবদুল্লাহ রহ. জুরাক্রান্ত হন। তখন আমি খেদমতের জন্যে হাজির হয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে একাধারে পাঁচ দিন সকাল-সন্ধ্যা তাঁর খেদমত করার তাওফীক দিয়েছিলেন। পঞ্চম দিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, যুলফিকার। আমি সাড়া দিলাম, জ্বী হযরত। বললেন, আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার চেয়ে নাও। এ কথা বলে তিনি হাত তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাত তুললাম। পূর্ব থেকেই আমার জানা ছিলো যে, এ জাতীয় সময় খুবই স্বল্প হয়। যার কারণে আমি দ্রুত ১০ টি দু'আ চেয়ে নিলাম। সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু দু'আও ছিলো, যেগুলোর ব্যাপারে আমার তখন বুঝে আসতো না যে, সেগুলো কীভাবে পূরণ হবে? কেননা সেগুলোকে আমি মনে করতাম, আমার সাধের উর্ধ্ব। কিন্তু -আল হামদু লিল্লাহ- এখন আমি মসজিদে বসে আছি। আল্লাহ তা'আলা সেই ১০টি দু'আর মধ্য হতে ৯ টি দু'আ ইতোমধ্যে আমার চোখের সামনে দুনিয়াতে পূরণ করিয়ে দেখিয়েছেন। বাকি ১টি দু'আর ব্যাপারে মনের মাঝে প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে, ইনশা আল্লাহ আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা সেটিকেও পূর্ণ করবেন।

### স্বপ্ন নাকি বাস্তবতা

এ কারণেই আমার নিবেদন হলো, এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে এবং এমন অসাধারণ কিছু স্থান রয়েছে এবং এমন কিছু ব্যক্তি আছেন; যেগুলোর ও



যাদের সঙ্গে পেলে আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করে থাকেন। আমাদের চর্মচোখের দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাদেরকে ও সেগুলোকে চিনতে পারি না। যেহেতু এ জাতীয় ব্যক্তিত্বের সংখ্যা অনেক কমে গেছে; এ কারণে তাঁদের কথা শুনলে সেগুলোকে বাস্তব মনে হয় না; মনে হয়, দিবাস্বপ্নে বুঁদ হয়ে আছি।

যখন আমি এ হাদীস পড়ি যে, আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দা আছেন, যাদের মাথার চুল এলোমেলো হয়ে থাকে, যাদের গায়ের কাপড় জীর্ণ শীর্ণ হয়ে থাকে। তাঁদের দেহের চিত্র এতোটাই সাধারণ যে, কোনো দুনিয়াদারের বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়ালে তাঁদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে তাঁরা এতোটাই উন্নত মর্যাদা ও প্রভূত সম্মানের অধিকারী যে, **لو أقسم على الله لأبره** : যদি তারা মুখ ফুটে আল্লাহর দিব্যি নিয়ে কোনো কথা বলে ফেলেন, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাঁদের কথা রাখেন। পূরণ করেন। [মিশকাত শরীফ : ৪৪] আল্লাহর এসব বান্দাদের সঙ্গে আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে— **من كان لله كان الله له** : যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যান, আল্লাহ রব্বুল ইযযতও তাঁর হয়ে যান।

### একটি মৌলিক কথা

একটি মৌলিক কথা হলো, যেই বান্দার শরীরে আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম জারি হয়ে যায়, ওই বান্দার দু'আ কবুল হওয়ার ফরমানও আল্লাহর পক্ষ থেকে জারি হয়ে যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমরা আমাদের গুনাহের মাধ্যমে সেই কবুলিয়তের প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করি। যেমন, আমরা দেখি, কোনো দরোজা খোলার প্রয়োজন দেখা দেয়, আর সেই দরোজায় একাধিক তালা থাকে, তখন সেটি খোলার জন্যে সবগুলো তালাই খুলতে হয়। যদি একটি তালা খোলা হয়, আর অন্যগুলো না খোলা হয়, তাহলে যতো চেষ্টাই করা হোক, দরোজা আর খুলবে না। তদ্রূপ আমরা যেই শত শত গুনাহে কাবীরা করছি; সেই কবীরা



গুনাহগুলো একেকটি তালা হয়ে দু'আ কবুলের দরোজাকে তালাবদ্ধ করে রেখেছে। আমরা নিজেরাই সেই দরোজাকে তালাবদ্ধ করে রেখেছি। এটি কতো বড় তাজ্জবের কথা যে, দু'আ কবুল হওয়ার দরোজায় আমরা নিজ উদ্যোগেই তালা ওপর তালা মেরে রেখেছি। আবার নিজেরাই পরওয়ারদিগারের কাছে দু'আ কবুল না হওয়ার অভিযোগ অনুযোগ তুলছি। আল্লাহ মাফ করুন; অনেকেই তো এ কথাও বলে ফেলে যে, তিনি তো আমাদের দু'আ শোনেন না। এটি কত বড় মারাত্মক কথা। 'শোনা' তো আল্লাহ তা'আলার একটি সিফাতি তথা গুণবাচক নাম। যদি আমরা বলি, তিনি শোনেন না, তাহলে এর অর্থ, আমরা আল্লাহর একটি সিফাতের অস্বীকার করছি। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সকল দু'আ শ্রবণকারী। [সূরা ইবরাহীম : ৩৯] অনেককে এ কথা বলতে শোনা যায়, আমি অনেক দু'আ করেছি; কিন্তু সেগুলো কবুলই হচ্ছে না। জ্বি হ্যাঁ, আপনি দু'আ করেছেন, কিন্তু আপনি জানেন না যে, দু'আ চাওয়ারও পদ্ধতি আছে, নিয়ম-কানুন আছে। কাজেই দু'আ শুধু করলেই হবে, পদ্ধতি মূতাবেক নিয়ম মেনে দু'আ চাইলে সে দু'আ অবশ্যই কবুল হবে।

### পাপ না পুণ্য; কিসের জন্যে আল্লাহর সৃষ্টি?

মহান আল্লাহ সবসময় বান্দাকে দিয়েই খুশি হন। আপনাদেরকে একটি অমূল্য কথা বলছি। কথাটি মনে রাখবেন এবং বুঝার চেষ্টা করবেন। বুঝার মানসিকতা থাকলে অল্প কথাও যথেষ্ট; আর বুঝতে না চাইলে অধিক কথাও কোনো উপকার বয়ে আনবে না। কথাটি হলো, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে পুরস্কার দেয়ার জন্যে সৃষ্টি করেছেন; তিনি তাদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে সৃষ্টি করেননি। আযাব আমরা নিজ হাতে ক্রয় করে থাকি। নয়তো আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে আযাব দিতে চান না। কুরআনুল কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—



আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না?

৫৯

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

তাদের ওপর আল্লাহ জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই  
নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। [সূরা আলে ইমরান : ৪৬]

কাজেই এগুলো হলো তাদের নিজ হাতের উপার্জন। তারা নিজেরাই  
নিজেদেরকে মুসিবতে ফেলছে। কাজেই যদি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে  
আমাদের অন্তরে সুবিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করা যায় এবং নিজের তনুমনের  
ওপর আল্লাহর বিধান প্রজোয্য করা যায়, তাহলে মুমিনের দু'আ কখনো  
প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না।

## দু'আ কবুলের তিন সূরত

হাদীস শরীফে এসেছে, মুমিন যেমনই হোক না কেনো; তার প্রার্থিত  
প্রতিটি দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করে থাকেন। তবে দু'আ কবুলের  
সূরত সবসময় এক রকম হয় না; ভিন্ন ভিন্ন হয়।

### ১. দু'আর আদ্যোপান্ত কবুল হওয়া

দু'আ কবুলের প্রথম সূরত হলো, দুনিয়াতে সে যা চাইবে, আল্লাহ তাকে  
তা-ই দিয়ে দেবেন। যার ভিত্তিতে অনেককে বলতে শোনা যায়, আমি  
আমার অমুক দু'আ দিব্যচোখে প্রতিফলিত হতে দেখেছি।

### ২. আসন্ন বিপদ দু'আর মাধ্যমে দূরভিত হয়

দু'আ কবুল হওয়ার দ্বিতীয় সূরত হলো, দু'আর বিনিময় হিসেবে দুনিয়াতে  
তার ওপর আসতে চলেছে; এমন কোনো মুসিবত সরিয়ে দেয়া হবে। তার  
দু'আ কবুল হওয়ার জন্যে উপর থেকে যাচ্ছিলো আর উপর থেকে তার  
ওপর কোনো মুসিবত নেমে আসছিলো। মাঝপথে দু'আ ও মুসিবতের  
পরস্পরে সংঘাত বেঁধে যায়। সেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত মারামারি করতে  
থাকবে; যার কারণে ওই মুসিবত বান্দার ওপর নাযিল হতে পারবে না।  
[আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৩১৬]



আমাদের তো জানাও হয় না যে, আমাদের দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কোন কোন অসুস্থতা, মুসিবত ও বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।

### জনৈক মদ্যপের ঘটনা

জনৈক বুয়ুর্গ বলেন, আমি একবার নদীর তীর ঘেঁষে হাটছিলাম। হঠাৎ একটি বিচ্ছু দেখলাম, পানির দিকে ছুটছে। আমি জানতাম, বিচ্ছু পানিতে সাতার কাটতে পারে না; ডুবে যায়। পানির দিকে বিচ্ছুকে ছুটতে দেখে আমি তাজ্জব হয়ে দেখতে লাগলাম যে, কী ঘটতে চলেছে? ইতোমধ্যে দেখতে পেলাম যে, নদীর পানি থেকে একটি কেচো বেরিয়ে এসে তীরের কাছাকাছি এসে থেমে গেলো। তীর থেকে বিচ্ছুটি লাফ দিয়ে কেচোর পিঠে বসে পড়লো। বিচ্ছুটিকে পিঠে নিয়ে কেচোটি সাতার কাটতে লাগলো।

বুয়ুর্গ বলেন, কাণ্ড দেখে আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। প্রচণ্ড কৌতুহল পেয়ে বসলো। ভাবলাম, সেগুলোর পেছনে গিয়ে দেখা দরকার, অবশেষে কী ঘটতে চলেছে? সেগুলোর পেছন পেছন আমিও নদী পার হলাম। নদীর ওপারে গিয়ে বিচ্ছুটি কেচোর পিঠ থেকে নেমে পড়লো এবং খুব দ্রুত ছুটতে লাগলো। আমি তো ভেবে অবাক, কোথায় যাচ্ছে এই বিচ্ছু? আমিও সমানে বিচ্ছুর পেছনে ছুটছি। কিয়দূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলাম, একজন যুবক গাছের নিচে ঘুমিয়ে আছে আর বিচ্ছুটি তার দিকেই ছুটছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়তো বিচ্ছুটি সেই যুবককেই দংশন করতে যাচ্ছে। তখন আমি ভেতর ভেতর এ প্রস্তুতি নিয়ে রাখলাম যে, বিচ্ছুটি যদি যুবককে দংশন করতে উদ্যত হয়, তাহলে তার আগেই আমি সেটিকে মেরে ফেলবো। খানিকটা অগ্রসর হতেই দেখতে পেলাম যে, একদিক থেকে একটি সাপ খুব দ্রুততার সঙ্গে যুবকটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন ছুটন্ত সাপের ঔদ্ধত ফেনা দেখে আমি আরো বেশি বিস্মিত হয়ে পড়লাম। সাপটি ছোবল মারার আগেই বিচ্ছুটি সাপের ওপর হামলে



পড়লো এবং এতোটা বিষাক্ত দাঁত বসিয়ে দিলো যে, সেখানেই সাপটি তড়পাতে লাগলো এবং এক সময় মরে গেলো। এরপর বিচ্ছুটি যেন থেকে এসেছিলো, সেদিকেই ফিরে গেলো।

যুগ্ম বলেন, আমি দু' চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে কুদরতের এই অভাবিত দৃশ্য দেখতে লাগলাম। অথৈ ভাবনার অতলাস্তে বৃন্দ হয়ে ভাবছিলাম যে, হায় মাওলা! তোমার এই বান্দা তো ঘুমিয়ে আছে। সে তো জানে না, তাকে দংশন করার জন্যে একটি উদ্ধাত সাপ কুণ্ডলী পাঁকিয়ে ছুটে আসছিলো আর ওই ঘুমন্ত বান্দাকে বাঁচানোর জন্যে আপনি এতো দূর থেকে বিচ্ছু পাঠিয়ে তার হিফাযতের বন্দোবস্ত করেছেন।

আমি যুবকটির কাছে এসে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললাম। এ সময় আমি প্রচণ্ড রকম ধাক্কা খেলাম, যখন দেখলাম, যুবকটির মুখ থেকে মদের উৎকট গন্ধ বেরিয়ে আসছে। আমি তাকে বললাম, ওহে যুবক, তুমি তো ঘুমিয়ে আছো কিন্তু তোমার রব জাগ্রত থেকে তোমার হিফাযত করছেন। যুবকটি চোখ কচলিয়ে আমাকে দেখলো; সাথে সাথে সাপটিকেও দেখলো এবং আমার কাছ থেকে পূর্ণ বৃত্তান্ত শোনলো। তখন যুবকের দু' চোখ বেয়ে অবিরাম অশ্রুধারা নেমে এলো। প্রচণ্ড দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বলতে লাগলো, পরওয়ারদেগার, আমি তোমার দুয়ার ছেড়ে বিভ্রান্ত ও পথচ্যুত হয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছি। হে অসহায়ের সহায়, হে ফরিয়াদের একমাত্র শ্রোতা, হে বিপদগ্রস্তদের বিপদ বিতাড়নকারী, হে নিজ বান্দাদের প্রতি মাতুল্লেহ থেকেও ৭০ গুণ স্নেহকারী প্রেমময় প্রভু, আমি আপনার বিধান লংঘন করেছি; কিন্তু তারপরও আপনি আমার ওপর থেকে আমার স্নেহদৃষ্টি উঠিয়ে নেননি। এতদসত্ত্বেও আপনি আমার ওপর এতো বেশি ও প্রবল অনুগ্রহ করেছেন যে, আমার হিফাযতের সকল বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।

এ সরল স্বীকারোক্তির পর যুবকটি অনুতপ্ত হৃদয়ে সত্যিকার অর্থে তাওবাহ করলো। এ ঘটনার পর থেকে যুবকটির জীবনের গতিপথ বদলে গিয়েছিলো।



যে কথা বলছিলাম, এটিও দু'আ কবুল হওয়ার একটি সূরত যে, দু'আর কল্যাণে ঘটিতব্য বিপদ মাথার ওপর সরে যায়।

### ৩. পরকালের সঞ্চয়

দু'আ কবুল হওয়ার তৃতীয় সূরত হলো, আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো বান্দার দু'আর আদ্যোস্ত কবুল না করেন এবং কোনো কল্যাণকামিতার প্রেক্ষিতে তার কারণে কোনো বালা-মুসিবতও দূর না করেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আকে আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত করে সেটিকে সমৃদ্ধ করেন।

আল্লাহ তা'আলা ওই দু'আকারী বান্দাকে কিয়ামতের দিন ডেকে বলবেন, হে আমার বান্দা, তুমি দুনিয়াতে আমার কাছে দু'আ করে গেছো, তবে তোমার দু'আগুলো এমন ছিলো যে, সেগুলোকে দুনিয়ায় কবুল করাটা তোমার জন্যে কল্যাণজনক হতো না। সেই দু'আগুলোকে এখন তুমি তোমার আমলনামায় উপস্থিত দেখতে পাবে। আমি এমন দাতা যে, কোনো ঈমানদার বান্দা আমার কাছে চেয়েছে আর আমি কোনোভাবে দিইনি; এমনটা হতে পারে না। আজকের দিন আমার রহমত ঈমানদারদের জন্যে এতোটাই অব্যাহত যে, তাঁদের মধ্য হতে কোনো একজনও দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারবে না যে, পরওয়ারদেগার, আমি চেয়েছিলাম; কিন্তু আপনি দেননি। এ কারণে -হে আমার বান্দা- তোমার দু'আগুলো আমার কাছে অক্ষত রয়েছে। কাজেই আমি তার বিনিময়ে এখন তোমাকে সাওয়াব দান করছি।

হাদীস শরীফে এসেছে- আল্লাহ তা'আলা তখন ওই বান্দাকে এ পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন যে, ওই বান্দা তখন আকাজক্ষা করবে যে, হায়, দুনিয়াতে যদি আমার কোনো দু'আই কবুল না হতো, তাহলে কতইনা ভালো হতো। আজ কিয়ামতের দিন আমি আমার সবগুলো দু'আর বিনিময় স্বরূপ কতো যে সাওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হতাম।

[আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৩১৫]



## কাদের দু'আ কবুল হয়?

দু'আ কবুলের উল্লেখিত তিনটি সূরত সকল মুমিনের বেলায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ উক্ত তিন সূরতের কোনো এক সূরতে সাধারণ মুমিনদের দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। তবে এর বাইরে সবিশেষ একদল রয়েছেন। যাদেরকে 'মুসতাজাবুদ দাওয়াত' বলা হয়। তারা হলেন ওই সকল মাহাত্মা; যাদের জীবন শরীয়ত ও সুন্নতের কাঠামোতে গড়ে ওঠেছে। যাদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা; সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি মুতাবেক হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে পরওয়ারদেগারের সবিশেষ রহমত থাকে। তাঁদেরকেই 'মুসতাজাবুদ দাওয়াত' বলা হয়। এমন মাহাত্মাগণ যখন দু'আর জন্যে হাত তোলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জিওগ্রাফিই বদলে দেন।

## হযরত মুরশিদে আলম রহ.-এর

### দু'আ কবুল হওয়ার ঘটনা

আমি অধম আমার জীবনের বেশ কিছু বছর হযরত মুরশিদে আলম রহ.-এর সহচার্যে কাটিয়েছি। ঘরে-বাইরে; দু' জাগাতেই তাঁর খেদমত করার তাওফীক হয়েছিলো। তাঁকে নানাভাবে পরখ করে ছিলাম। মুরশিদে আলম রহ. যে কথা যেভাবে বলতেন এবং যে শব্দ তাঁর মুখ থেকে বেরোতো, আমি আমার জীবনে বারংবার দেখতে পেয়েছি যে, সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। একবার হযরত রহ. বয়ান করছিলেন। আলোচনার মাঝপথে বললেন, আমার ব্যাপারে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে নেক সন্তান দান করবেন এবং আপনার মাধ্যমে দ্বীনের কাজ ব্যাপাকাকারে প্রসার করবেন। পরবর্তীতে বাস্তবেই আমি অধম দেখেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গাম আরব আজম, ধবল-কৃষ্ণ; সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে এতোটাই কবুল করেছিলেন যে, সত্যিকার অর্থে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন, 'মুরশিদে আলম' তথা গোটা জাহানের পথপ্রদর্শক।



## নিষ্কৃতি কামনাব্যঞ্জক দু'আ প্রার্থনা করা

প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, এমন দু'আ কামনা করা; যা তার জন্যে রহমত ও মুক্তি বয়ে আনবে। যখন আল্লাহর কাছে হাত পাতবে তখন কোনো শর্ত সামনে রেখে হাত পাতা সমীচীন হবে না। কেননা এটি শিষ্টাচারের পরিপন্থী। ধরুন, এক ব্যক্তি সন্তান কামনা করছে। সে দু'আ করলো, হে আল্লাহ, আমাকে ছেলে বা মেয়ে দিন। সুস্থ হোক অসুস্থ হোক; কোনো একটা দিন। এভাবে দু'আ করা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আমরা তো এমন কোনো সত্ত্বার কাছে হাত পাতছি না যিনি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন বা আড়ম্ব হন। আমরা হাত পেতেছি আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে। কাজেই আল্লাহর কাছে যখন চাইবেন তখন পূর্ণ উদারতার সঙ্গে চাইবেন এবং আল্লাহর রহমত চোখের সামনে রেখে চাইবেন।

## একটি শিক্ষণীয় দু'আ

জনৈক বুয়ুর্গের ঘটনা। একবার তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, আমাকে দু'টি রুটি দান করুন। তাঁর দু'আ এভাবে কবুল হলো যে, স্রেফ ভুল বুঝাবুঝি ও মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে তাকে আইন রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দিলো। বুয়ুর্গ তো বিস্ময়ে হতবাক। হে রব্বের করীম, আমি তো পূর্ণ নিষ্পাপ। কিন্তু এটি আপনার কুদরতের কী লীলা যে, আপনি আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেলো। অবশেষে একদিন আল্লাহ তা'আলার তাঁর মনে এ কথা ঢেলে দিলেন যে, হে আমার বান্দা, তুমি আমার কাছে মাত্র দু'টি রুটিই তো চেয়েছিলে। আর এখানে জেলের ভেতরে সেই দুই রুটি করেই তো পাচ্ছে। তুমি যা চেয়েছো আমি তোমাকে তো তাই দিয়েছি। যদি তুমি শর্তহীন মুক্তিব্যঞ্জক দু'আ চাইতে তাহলে আমি তোমাকে সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করে ঘরে বসিয়ে আরামদায়ক রিযিক প্রদান করতাম। এখান থেকে আমরা এ শিক্ষা পাচ্ছি যে, আমরা যখন আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে চাইবো তখন যেমন অল্প চাইবো না, তদ্রূপ শর্ত



যুক্ত করেও চাইবো না। আল্লাহর কাছে চাওয়ার সময় মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে শর্তহীনভাবে বেশি করে চাইবো।

ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے

بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے

اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا

لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے

আল্লাহর প্রতি আস্থাভাজন হয় যদি কোনো প্রাণ  
বিপদে-আপদে সেই প্রাণ পায় রব মহানের ত্রাণ,  
নিসীম দয়ার অতল সাগর, তিনিই তো রহমান  
লক্ষ চাইলে করেন তিনি অজুত কোটি দান।

### সুধারণা একেই বলে

একবার এক ব্যক্তি দু'আ করলো, হে পরওয়ারদিগার, আমাকে এতো এতো দান করুন। পাশের জন বললো, তুমি এতো বেশি চাইছো কেনো? উত্তরে বললেন, আপনার কাছে চাইনি; পরওয়ারদেগারের কাছে চেয়েছি। চুনোপুটি বান্দার থলে তো কী আর আছে?

مقام شکر ہے بھائی خدا کے ہاتھ ہے روزی

اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا

শোকর করো, সবার রিযিক খোদা রেখেছেন নিজের কাছে,  
মানব যদি এ হক পেতো; কতো কী ঘটতো এ জগৎ মাঝে।

জীবন উৎসর্গ হোক সেই সত্তার ওপর; যিনি দানের ক্ষমতা নিজের কাছেই রেখেছেন। পৃথিবীর কারো কাছে প্রথমবার চাইলে দেয়। দ্বিতীয়বার চাইতে গেলে মুখটা ব্যদান করে ফেলে। আর তৃতীয়বার চাইলে তো মুখের ওপর দুয়ার বন্ধ করে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু হে আল্লাহ, তোমার রহমতের ওপর আমাদের সবকিছু কুরবান। তোমার কাছে প্রথমবার



চাইলেও তুমি দান করো। দ্বিতীয়বার চাইলেও দান করো। যতোবারই চাওয়া হোক, নিষেধ নেই। তুমি অব্যাহতভাবে দান করে যাও। আল্লাহর যেই বান্দা সর্বাবস্থায় তাঁর কাছেই চায়, প্রতিটি জিনিস তাঁর কাছে চায়; আল্লাহ তাঁকে সবচেয়ে প্রিয় ওলিদের কাতারে শামিল করে নেন। সুবহানাল্লাহ। তিনি এমন পরওয়ারদেগার যে, দান করাতেই খুশি হন। সেই পরওয়ারদিগার কাউকে আশাহত করেন না। কাজেই তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের ধারণার রজ্জুকে মজবুত ও সুন্দর করতে হবে।

### দু'আ প্রার্থনার সময় হযরত মাদানী রহ.-এর অবস্থা

আল্লাহ তা'আলার কাছে যখন দু'আ করবেন তখন সকাতরে কেঁদে কেটে দু'আ করবেন। শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া রহ. লিখেছেন, হযরত শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. যখন দু'আ করতেন তখন তিনি -কোনো কিশোরকে তার পিতা পেটানোর সময় কিশোরটি যেভাবে বিকট শব্দ করে কাঁদে- এভাবে সকাতরে, আকুতি-মিনতি করে কাঁদতেন।

### হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও জনৈক অন্ধের ঘটনা

দু'আ এমনভাবে চাইতে হবে যে, মনে হবে, বান্দার প্রতিটি রগ-রক্ত থেকে মনে হবে দু'আ উঠে আসছে। একবার জনৈক অন্ধ ব্যক্তি তাওয়াফ করছিলেন। তাওয়াফের সময় এ দু'আ করছিলেন যে, হে আল্লাহ, আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করুন। আমার চোখ ঠিক করে দিন। ইতোমধ্যে সেখানে হাজ্জাজ বিন ইউসুফও তাওয়াফ করতে হাজির হয়ে গেলো। সে অন্ধ লোকটির কাতর কণ্ঠের দু'আ করার দৃশ্য দেখে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কখন থেকে দু'আ করে চলেছো..। আমার আর চার চক্র বাকি আছে। যদি এই চার চক্রের ভেতর তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে না আসে তাহলে তোমার মাথা থেকে মুণ্ড ফেলে দেবো।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছিলো খুবই কঠোরপ্রাণ। যা বলতো, বাস্তবায়ন করেই ছাড়তো। এখন তো ওই অন্ধ দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বাঁচানোর পেরেশানিতে পড়ে গেলো। এখন সে আরো অধিক কাতরতার সঙ্গে কেঁদে



কেটে, চিৎকার করে দু'আ চাইতে শুরু করলো। আল্লাহ তা'আলা লোকটির মনোবাসনা পূরণ করে দিলেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন দেখতে পেলো যে, বাস্তবেই লোকটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, তখন বললো, যেভাবে তুমি আগের মতো দু'আ চেয়ে যাচ্ছিলে এভাবে বছরের পর বছর দু'আ করলেও তো তোমার দু'আ কবুল হতো না। এখন যেহেতু প্রচণ্ড অস্থিরতা নিয়ে সকাতরে কেঁদে কেটে দু'আ করেছো; এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নগদ তোমার দু'আ কবুল করে

নিয়েছেন। তাইতো ইরশাদ হয়েছে- **أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا** :

বিপদগ্রস্তের দু'আ কে কবুল করেন?

[সূরা নামল : ৬২]

### একটি বিস্ময়কর ঘটনা

হাফেয ইবনে কাইয়্যিম রহ. একটি বিস্ময়কর ঘটনা লিখেছেন। তিনি বলেন, আমি একবার একটি গলি ধরে যাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম, একটি ঘরের দরোজা খোলা। ভেতরে একজন মা নিজের ছেলেকে প্রহার করছেন। ছেলেটির বয়স সাত আট বছরের বেশি হবে না। দরোজা খুলে মা তার ছেলেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিলেন। আর বলছেন, তুমি অবাধ্য হয়ে গেছো। তুমি আমার কোনো কথাই শোনো না। আমি তোমাকে এ ঘরে দেখতে চাই না। এ কথা বলে তার মুখের ওপর মা দরোজা বন্ধ করে দিলেন।

হাফেয ইবনে কাইয়্যিম রহ. বলেন, আমি কিছু ক্ষণের জন্যে দাড়িয়ে গেলাম। দেখি, শেষ পর্যন্ত কী ঘটে? দেখলাম, ছেলেটি অনেক ক্ষণ পর্যন্ত বাইরে দাড়িয়ে কাঁদলো। এরপর সে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে লাগলো। এমনকি সে গলির মোড় পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু ক্ষণ ভাবলো। এরপর আবার ধীর পায়ে ফিরতে শুরু করলো এবং নিজেদের বাড়ির দুয়ারে এসে বলে পড়লো। যেহেতু সে ক্লান্ত ছিলো; এ জন্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। দরোজার দেহলিজে মাথা রেখে ছেলেটি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো।



অনেক ক্ষণ পর যখন ছেলেটির মা কোনো প্রয়োজনে দরোজা খুললো তখন দেখতে পেলো যে, তার ছেলে দরোজার দেহলিজের ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। যেহেতু তখন পর্যন্ত মায়ের ক্রোধের আগুন স্তিমিত হয়নি; এজন্যে সে রাগের বশবর্তী হয়ে ছেলের মাথার চুল টেনে ধরলো এবং বললো, এখনো বিদায় হসনি? তুই কেনো এখনো এখানে পড়ে আছিস?

তখন ছেলেটির চোখে জল চলে এলো। বললো, মা, আপনি যখন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, কোথাও চলে যাবো। বাজারে গিয়ে ভিক্ষা করে জীবন কাটিয়ে দেবো অথবা কারো জুতো সাফ করে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করবো। এ কথা ভেবে আমি গলির মোড় পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আম্মিজন, সেখানে গিয়ে আমার মনে পড়লো, ওরে ছেলে, এভাবে তুমি হয়তো তোমার ক্ষুধার জ্বালা মেটাবে; কিন্তু তোমার মায়ের ভালোবাসা তো কোথাও পাবে না। মায়ের ভালোবাসা পেতে হলে তোমাকে ঘরেই ফিরে আসতে হবে।

আম্মিজন, এ কথা ভেবে আমি ফিরে এসেছি। এখন আমি এ দুয়ারেই পড়ে থাকবো। আপনি আমাকে যতো গলাধাক্কাই দেন না কেনো; আমি কোথাও যাবো না। কেননা আম্মিজন, আমাকে তোমার মতো ভালোবাসা আর কেউ দিতে পারবে না।

ছেলের কথাগুলো শুনে মায়ের মন সঙ্গে সঙ্গে গলে গেলো। বললেন, ছেলে আমার, যখন তোমার মনে এ অনুভূতি রয়েছে যে, তোমাকে আমার মতো ভালোবাসা দ্বিতীয় কেউ দিতে পারবে না; তাহলে জেনে নাও, তোমার জন্যে এ ঘরের দরোজা খোলা। এসো, এখানেই তোমার জীবন কাটিয়ে দাও।

হাফেয ইবনে কাইয়্যিম রহ. বলেন, বান্দার কর্তব্য হলো, ওই ছেলেটির মতো আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইবে। চোখের জল ছেড়ে বলবে, হে পরওয়ারদিগার, তোমার দুয়ারই একমাত্র দুয়ার; যেখানে ক্ষমা পাওয়া যায়। হে আল্লাহ, তোমার দুয়ার ছাড়া দ্বিতীয় কোনো দুয়ার নেই। আমি তোমার দুয়ার ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না।



বান্দা যখন এভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার দু'আ কবুল করে তার অতীতের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন।

## একটি দরদভরা দু'আ

জৈনৈক কবি প্রচণ্ড প্রেমময় ছন্দে লিখেছেন—

إِلٰهِي عَبْدُكَ الْعَاصِي أَتَاكَ  
مُقِرٌّ بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَ

فَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ  
وَإِنْ تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ.

‘হে আল্লাহ, আপনার গুনাহগার বান্দা আপনার দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে।

সে আপনার কাছে নিজ গুনাহের স্বীকারোক্তি করছে এবং আপনার কাছে দু'আ করছে।

যদি আপনি ক্ষমা করে দেন, তাহলে অবশ্যই এটি আপনার শানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আর যদি আপনি তাড়িয়ে দেন তাহলে বলুন, দ্বিতীয় কে আছে যে রহম করবে?’

## রিযিক প্রাপ্তির দু'টি পদ্ধতি

প্রিয় বন্ধুগণ, আল্লাহর দুয়ারে প্রার্থনা করা খুব সহজ। কিন্তু এর বিপরীতে পৃথিবীতে কারো থেকে কোনো কিছু অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। আপনি পোল্ট্রিফার্মের মালিককে দেখবেন, সে মুরগির জন্যে পেয়ালার মাঝে দানা রেখে খাঁচার ভেতরেই পাঠিয়ে দেয়। যেনো মুরগি সেখানে থেকেই খাবার খেতে পারে। তাকে যেনো এদিক-সেদিক ছু মারতে না হয়। কাজেই

মুরগি সেখান থেকেই খেয়ে নেয়। কখনো মালিকের ইচ্ছে হলে সে পেয়ালার মাঝে দানা না দিয়ে পুরো মেঝের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। দানার পরিমাণ কিন্তু আগের সমান। কিন্তু যেহেতু এবার সে গোটা ফ্লোরে খাবার ছড়িয়ে দিয়েছে এ জন্যে মুরগিকে সারাদিন দানার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয়। সমপরিমাণ খাবারের জন্যে আজ তাকে চক্কর মারতে হয়েছে। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা কিছু লোকের রিযিক এক সাথে সহজ তরিকায় দিয়ে দেন আর কারো কারো রিযিক দান করেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। যার কারণে তাদেরকে সারা দিন জুতোর শুকতলা ক্ষয় করে ঘুরে বেড়াতে হয়।

### বরকতময় রিযিক প্রার্থনা করা

আপনার আমার কর্তব্য হলো, আল্লাহর কাছে বরকতময় রিযিক প্রার্থনা করা। কেননা আজকাল বাহ্যিকভাবে রিযিকের পর বেশ স্ফীত হয়; কিন্তু তার মাঝে বরকত থাকে না। ঘরের সকল সদস্য উপার্জন করছে; কিন্তু তারপরও খরচের কোটা পূর্ণ হচ্ছে না। রিযিকের বরকত জিনিসটি অতীব মূল্যবান নি'আমত। কাজেই নিজের জন্যে বরকত প্রার্থনা করুন। বন্ধু-বান্ধব ও সুহৃদদের জন্যেও বরকত প্রার্থনা করুন। তবে অবশ্যই সেই প্রার্থনা করতে হবে পূর্ণ আস্থা সহকারে। মনের মাঝে এই আস্থার প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমার দু'আ কবুল করবেন।

### দু'আর মাঝে গুনাহ ক্ষমার করার আবেদন

আল্লাহ তা'আলার কাছে গুনাহ মার্জনার দু'আ করুন। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অসংখ্য গুনাহ করার পর পরবর্তীতে সেই গুনাহের কথা ভুলে যাই। কিন্তু সেই গুনাহের বিবরণ আমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। কাজেই যেই গুনাহের কথা মনে আছে; সেটির জন্যে যেভাবে মার্জনা চাইতে হবে, তদ্রূপ যে গুনাহের কথা স্মরণ নেই তার জন্যেও মার্জনা চাইতে হবে। যেই গুনাহ দিনের আলোতে সম্পন্ন হয়েছে, তার



জন্যে যেমন ক্ষমা চাইতে হবে, তদ্রূপ যেই গুনাহ রাতের অন্ধকারে নিষ্পন্ন হয়েছে, তার জন্যেও ক্ষমা চাইতে হবে। নির্জনে, জনসম্মুখে; যেভাবেই আমাদের গুনাহ হয়ে থাকুক না কেনো; তার জন্যে ক্ষমাশীল আল্লাহর কাছে আমাদের মা'ফি চাইতে হবে। তাজ্জবের বিষয় হলো, মানুষ যে গুনাহের কথা ভুলে যায় তার ব্যাপারে তার মাথায় এ কথা জুড়ে থাকে যে, সেই গুনাহ বুঝি মাফ হয়ে গেছে। অথচ তার জানা নেই যে, সে ভুললে কী হবে; তার আমলনামায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

### দু'আ কবুলের রহস্য

অনেক বন্ধুকে এ কথা বলতে শোনা যায় যে, হযরত, দু'আ তো অনেক করেছি; কিন্তু কবুল হয় না। ছাত্রদেরকে বলতে শোনা যায়, জ্বি, পেরেশানির মধ্যে আছি। অনেক সময় উলামায়ে কেরামকেও বলতে শোনা যায় যে, বেশ কিছু ঝামেলা ও পেরেশানির মধ্যে আছি। আপনি দু'আ করবেন। আমি তো দীর্ঘ দিন যাবত দু'আ করে চলেছি; কিন্তু কবুল হওয়ার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে না।

ভালো করে শুনে নিন। আপনাদেরকে দু'আ কবুলের একটি রহস্য জানিয়ে দিচ্ছি। যদি আপনি এর ওপর আমল করেন, তাহলে আপনাকে ইসমে আজম অশ্বেষণের কষ্ট বয়ে বেড়াতে হবে না। আপনি আপনার জীবনেই আপনার চোখের সামনে আপনার মুখ থেকে নিঃসৃত কতো যে শব্দ ও বাক্য পূরণ হতে দেখবেন, তার ইয়ত্তাও থাকবে না। অধম শ্রেফ শতবারই নয়; সহস্রবার পরীক্ষা করে দেখেছি। যদি আমলটি অনেক ছোট; কিন্তু তার কর্মযজ্ঞের ব্যাপক অনেক বিস্তৃত। তবে তার বাস্তবতা আমাদেরকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। আজ আপনারাও বুঝতে সক্ষম হবেন যে, দু'আ কবুলের নিগুড় রহস্য কী?

আল্লাহওয়ালাগণ যে দু'আই করেন, সেগুলো কবুল হয়ে যায়। এমন তো নয় যে, তারা আমাদের মতো মাটির তৈরি নন; স্বর্ণের তৈরি। তারাও আমাদের মতো মাটির মানুষ। তবে তাঁদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হলো,



তারা দু'আ করার সময় নিজেদের মন থেকে গুনাহের ইচ্ছে নিঃশেষ করে দেন। নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার কাছে অর্পণ করে ফেলেন। হাত পাতেন একমাত্র আল্লাহরই কাছে। মাথা নত করেন একমাত্র আল্লাহর সমীপে। যেই দুয়ারে মুরিদ প্রার্থনা করে; সেই দুয়ারে তার পীরও প্রার্থনা করেন। যেই দুয়ারে শিষ্য হাত পাতে; সেই দুয়ারে শিক্ষকও হাত পাতেন। তবে পীর ও উসতায়রা এ কারণেই সেই দুয়ার থেকে প্রার্থিত দু'আ পেয়ে থাকেন যে, তারা তাদের জীবন থেকে ওই গুনাহকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে সমর্থ হন।

আমি আমার আকাবিরদের জীবন ও কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দু'আ কবুল হওয়ার উক্ত রহস্য উদ্ঘাটন করেছি এবং বিষয়টিকে আমার জীবনে বারংবার পরীক্ষাও করেছি। যদিও বিষয়টি অনেক ছোট। হতে পারে, এতোটাই সাধারণ তত্ত্ব যে, হয়তো তা শুনে আপনাদের হাসি পাচ্ছে। হয়তো মনে মনে বলছেন, এটি এমন কী কথা! কিন্তু বাস্তবতা হলো, যদি ছোট্ট একটি কুটিরেই আপনি সুখ খুঁজে পান, তাহলে আপনার জন্যে বিশাল অটালিকার দরকার থাকে না। যদি ছোট্ট বড়িতেই রোগ সেরে যায়, তাহলে বলতে হবে, এটিই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তখন তো আর কেউ দেখে না যে, এর মূল্য দ্বিগুণ পড়লো না চতুর্গুণ পড়লো। বরং সে এটাই দেখবে যে, কোন ঔষধের কারণে আমি আরাম পাচ্ছি। আপনি হৃদয়ের কান দিয়ে আমার এ ছোট্ট কথাটি শুনুন আর পরীক্ষা করে দেখুন।

যদি জীবনের কোনো এক মুহূর্তে এমন একটি সুযোগ পেয়ে যান যে, আপনি তখন কোনো এক গুনাহ করতে পারবেন; কিন্তু স্রেফ আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সেই গুনাহটি করলেন না; আর ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো দু'আ প্রার্থনা করেন, তাহলে দেখবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সেই দু'আটি কবুল করেছেন।

জ্বি হ্যাঁ, পরীক্ষা করে দেখুন। মানুষ যখন জীবনে এমন সুযোগ পেয়ে যায় তখন সে মনে করে, আমি এখন একা। আমাকে দেখার কেউ নেই। আমি এখন আমার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে ওই গুনাহটি করে ফেলতে পারি।



হৃদয়ের ভেতর উদগ্র বাসনা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণার তীরবৃষ্টি প্রচণ্ডরকম বর্ষণমুখর হতে থাকে। নিজেকে সংবরণ করা প্রচণ্ড রকম মুশকিল হয়ে পড়ে। বান্দা যখন এমন পা ফসকানোর মুহূর্তে থাকে; আর ঠিক সেই মুহূর্তে সে আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নিজেকে গুনাহ থেকে সরিয়ে নেয়। আর আল্লাহর কাছে দু'আর হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন সেই মুহূর্তটি হয় দু'আ কবুলের মুহূর্ত। এ সময় আল্লাহ রব্বুল ইয়যতের দরবারে যেই দু'আই প্রার্থনা করবে মঞ্জুর হয়ে যাবে।

### কুরআনুল কারীমের একটি উপদেশ

আলেম, হাফেয ও ক্বারী সাহেবদের এ কথা বলার কী দরকার যে, আমার দু'আ কবুল হয় না? আমি অধম বিভিন্ন মাদরাসায় আসা-যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তখন সেখানকার একাধিক হযরতকে দু'আ চাওয়ার সময় বলতে শুনেছি যে, হযরত, দু'আ করুন। মাদরাসার জায়গা সংকট। আল্লাহ যেনো সেই সংকট দূর করে জায়গার ব্যবস্থা করেন। হযরত, দু'আ করুন। মাদরাসার ভবনগুলো কাঁচা। সেগুলো যেনো পাকা হয়ে যায়। হযরত, দু'আ করুন। আর্থিক সহ নানাবিধ সমস্যাগুলো যেনো কেটে যায়। এক্ষেত্রে সহজ মূলনীতি সেটাই যা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে বলেছিলেন—

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا  
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে বলেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং নিজেদের মাঝে ধৈর্য ও সংবরণ সৃষ্টি করো। নিশ্চয়ই যমিন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে, তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।

[সূরা আ'রাফ : ১২৮]



## জনৈক আলেমের দু'আর প্রভাব

আমার একজন নিকটাত্মীয় আলেম কুরআনুল কারীমের শিক্ষার জন্যে ছোট আকারে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি আমাকে দু'আ করার জন্যে কয়েকবার দাওয়াত করেছিলেন। তিনি বলতেন- হযরত দু'আ করবেন। প্রায়সময় তিনি এভাবেই অনুরোধ করতেন। আমার অভ্যাশ ছিলো, আমি তাকে বলতাম- ভাই, আমি তো দু'আ করবো; কিন্তু আপনি যখন নির্জনে বসে গুনাহ থেকে খাঁটি মনে তাওবা করবেন; তখন আপনি নিজেও মাদরাসার জন্যে দু'আ করবেন। সেমতে তিনিও দু'আ করেছিলেন।

ওই মাদরাসার এক কিশোর শিক্ষার্থী কুরআনুল কারীমের হিফয সম্পন্ন করে। তখন ওই কিশোরের বাবা মাদরাসায় এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ মাদরাসায়ই কাজ করে যাবেন? নাকি বড় কোনো মাদরাসা তৈরি করবেন? তিনি বললেন, ইচ্ছে তো আছে; কিন্তু সামর্থ নেই।

লোকটি তখন জিজ্ঞেস করলেন, যদি আপনার কাছে সামর্থ থাকতো তাহলে আপনি কোন জায়গায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন?

তিনি কিছু ক্ষণ চিন্তা করে একটি অভিজাত এলাকার অনেক মূল্যবান জায়গার কথা বললেন। লোকটি তখন জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে বড় আকারে মাদরাসা করতে হলে কী পরিমাণ জায়গা লাগবে?

তিনি জানিয়ে দিলেন, এ পরিমাণ জায়গা হলে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা যায়। এর চেয়ে বেশি হলে তো সোনায় সোহাগা। এতটুকু কথাবার্তার পর লোকটি চলে গেলেন।

কয়েক মাস পর লোকটি দ্বিতীয়বার এলেন। হাতে তার রেজিস্ট্রি কপি। মাওলানা সাহেবের তথ্য দেওয়া ওই এলাকার অতটুকু জমিন ক্রয় করে তার রেজিস্ট্রি কপি তুলে দিলেন। রেজিস্ট্রি কপি পড়ে দেখলেন, আল্লাহর এই বান্দা একাই আড়াই কোটি টাকা দিয়ে ওই যমিনটি মাদরাসা করার জন্যে কিনে দিয়েছেন।



## আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ

মানুষ যখন গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে তখন আল্লাহ তা'আলা এভাবে তার যাবতীয় প্রয়োজন নিজ থেকেই পূরণ করে দেন। গায়বীভাবে উপকরণ সরবরাহ করেন। আল্লাহ তা'আলা কিছুতেই পসন্দ করবেন না যে, আমার দুয়ারে যে বান্দা নত হয়েছে, সে অন্যের সামনে হাত পেতে বেড়াবে।

যদি আপনার বাড়ির কর্মচারী দু'মুঠো খাবারের জন্যে অন্যের দুয়ারে গিয়ে হাত পাতে তাহলে আপনার কাছে কেমন ঠেকবে? যদি আমাদের মতো দুর্বল বান্দা -যাদের মন্দত্বের শেষ নেই, যাদের হৃদয় সংকীর্ণ, যাদের সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত, যাদের মাঝে অসংখ্য মনোবৃত্তিক ব্যাধি রয়েছে- তাদের আত্মসম্মানবোধে যদি বিষয়টি পীড়াদায়ক হয়, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা -যিনি সর্বাধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন- তিনি কীভাবে পসন্দ করবেন যে, তার দুয়ারের বশীভূত বান্দা নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্যে দুয়ারে দুয়ারে ঠোকর খেয়ে বেড়াবে?

## আমরা কেমন জীবন আবেদন করবো?

আমাদের নিজেদের জীবনে যেই গুটিকয়েক অসচেতনতা রয়েছে; যদি আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করতে সমর্থ হই যে, সেই গুটিকয়েক অসচেতনতার কারণে আল্লাহ তা'আলার রহমত বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে। যদি আমরা খাঁটি মনে তাওবা করি এবং অন্তর্করণ থেকে অঙ্গীকারবদ্ধ হই তাহলে অবশ্যই আমাদের আগামীর দিনগুলো বিগত দিনগুলো থেকে অতি উত্তম হবে। কারণ হলো, যিনি وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ বা নবীগণের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছেন, তিনি অভ্যর্থনা সেই উত্তরাধিকারসূত্রে وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى -এর সুসংবাদের প্রাপক হবেন। কেননা প্রত্যেক উত্তরসূরী তার পূর্বসূরীর প্রতিটি জিনিস থেকে অংশ পেয়ে থাকেন। যদি পূর্বসূরী কোনো সুইও রেখে যান, সেখান থেকেও উত্তরসূরী একাংশ লাভ করেন।

উক্ত আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- হে আমার প্রেমাস্পদ সা. আপনার প্রতিটি আগামী দিন বিগত দিন থেকে অনেক বেশি উত্তম হবে। আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গেও একই আচরণ ঘটে থাকে। কাজেই আমাদের কর্তব্য হলো, আমরাও আল্লাহ তা'আলার কাছে আগামীর জন্যে এমন দিনের দু'আ করবো যা হবে অতীত জীবনের উত্তম বিনিময়। আমীন।



## কুরআনুল কারীম থেকে সূচয়িত কয়েকটি দু'আ

নিম্নে কুরআনুল কারীম থেকে কিছু সূচয়িত দু'আ পেশ করছি। যেই দু'আগুলো বিভিন্ন সময় আশিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছিলেন। আমাদেরও কর্তব্য হলো, আমরা সেই দু'আগুলো মুখস্থ করবো এবং সময়-অসময়ে সেই দু'আগুলো আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবো।

□ سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك وسلم.

□ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ (سورة البقرة: ٢٠١)

□ رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○ (سورة البقرة: ٢٨٦)

□ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ○ (سورة آل عمران: ٨)

□ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ (সورة آل عمران : ১৬)

□ رَبَّنَا أَمْنَا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○ (সورة آل عمران : ৫৩)

□ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○ (সورة آل عمران : ১৬৭)

□ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ○ (সورة آل عمران : ১৯৪)

□ رَبَّنَا وَاتِّمَامَ مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ ○ (সورة آل عمران : ১৯৪)

□ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ (সورة الأعراف : ২৩)

□ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ (সورة الأعراف : ৪৭)

□ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ○ (সورة الأعراف : ৮৯)

□ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ○ (সورة الأعراف : ১২৬)

□ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○ (সورة يونس : ৮৫-৮৬)



□ رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ○ (سورة الكهف :  
(১০

□ رَبَّنَا أَمَّنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ○ (سورة المؤمنون :  
(১০৭

□ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا  
وَمُقَامًا ○ (سورة الفرقان : ৬৫-৬৬)

□ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا  
○ (سورة الفرقان : ৭৪)

□ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا  
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○ (سورة الحشر : ১০)

□ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○ (سورة الممتحنة : ৪)

□ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَافْغِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ○ (سورة الممتحنة : ৫)

□ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَافْغِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ (سورة  
التحریم : ৮)

## হাদীস শরীফে বর্ণিত কয়েকটি বিশুদ্ধ দু'আ

- اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ، وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ.
- اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ  
وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.
- اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.
- اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.
- اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ  
وَالْكَسَلِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ  
وَقَهْرِ الرِّجَالِ.
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.
- اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رُوحَاتِنَا.
- اللَّهُمَّ اهْمِنَا رُشْدَنَا وَاعِزَّنَا مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا.
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ  
الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي



غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي  
إِلَى حُبِّكَ.

□ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ وَمِنْ عَذَابِكَ نَسْتَجِيرُ لَا تَكِلْنَا  
إِلَى أَنْفُسِنَا وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلَا أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ  
وَأَصْلَحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ.

□ اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا  
أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ  
لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ  
إِلَيْكَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

□ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَنَعُوْذُ بِكَ  
مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمْرِ ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَنَعُوْذُ  
بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

□ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ  
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ.

□ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ ، وَوَسِّعْ لِيْ دَارِيْ ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

□ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا.

□ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا رَادَّ لِمَا  
قَضَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

□ اَللّٰهُمَّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ.

□ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

□ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتَّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى.

□ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

□ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَأَهْلِنَا وَمَالِنَا.

□ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.

□ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

□ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّ.

□ اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ

□ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ

□ اللَّهُمَّ أَفْرِدْنَا لِمَا خَلَقْتَنَا لَهُ وَلَا تَشْغِلْنَا بِهِ تَكْفَلْتَ لَنَا بِهِ.

□ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

□ اللَّهُمَّ خَيْرْنَا وَاخْتَرْنَا وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرَفَةَ عَيْنٍ.



- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
- اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ، وَاجْعَلْ هِمَّتَنَا وَهَوَانَا فِيمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى، اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى.
- اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.
- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا قَبْلَ الْمَوْتِ، وَارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَا تَعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
- اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا خَيْرَ مَا عِنْدَكَ بِشَرِّ مَا عِنْدَنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
- اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
- اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ مِنَ الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ عَلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.
- اللَّهُمَّ اعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ.
- اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَاقَةِ وَمَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
- اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ وَالنَّارِ.

আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না?

৮৪

□ اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ.

□ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ اللَّطْفَ فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ.

□ يَا لَطِيفُ الطُّفِّ بِنَا فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ، فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

□ يَا لَطِيفُ بِخَلْقِهِ، يَا عَلِيمُ بِخَلْقِهِ، يَا خَبِيرُ بِخَلْقِهِ، الطُّفِّ بِنَا يَا لَطِيفُ، يَا عَلِيمُ، يَا خَبِيرُ.

□ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ،

□ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.



## অধমের মুনাজাত

- রবেব করীম, আমরা যদিও বাহ্যত বান্দা, কিন্তু বাস্তবে আমরা ভীষণ গান্ধা; (পুঁতি দুর্গন্ধময়)। আপনি আমাদের অন্তরের আবর্জনা দূর করে দিন। আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করে দিন। আমাদের অন্তরের কাঠিন্য দূর করে দিন। আমাদের অন্তকরণগুলো আলোকিত করে দিন। আমাদের হৃদয়গুলোকে হেদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত করুন। আমাদের হৃদয়রাজ্য আবাদ করুন।
- রবেব করীম, আমাদের দৃষ্টিগুলোকে পাক করুন। আমাদের অন্তরগুলোকে পাক করুন। আমাদের বক্ষগুলোকে আপনার ভালোবাসা দিয়ে টইটুম্বর করুন। আপনার ভালোবাসার আগুন আমাদের সিনায় সিনায় জ্বালিয়ে তুলুন। আমাদের অঙ্গে অঙ্গে আপনার যিকির জারি করে দিন। আমাদের রগে-রক্ত্রে আপনার যিকিরের আলোড়ন তুলুন। আমাদের দেহের প্রতিটি অংশে আপনার ভালোবাসার বীজ বপন করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে নফস ও শয়তানের ধোকা-প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন। আমাদের ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। আমাদের ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখুন।
- রবেব করীম, আমাদের ইলমের মাঝে বরকত দান করুন। আমাদের আমলের মাঝে বরকত দান করুন। আমাদের সুস্থতার মাঝে বরকত দান করুন। আমাদের রিযিকের মাঝে বরকত দান করুন। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে বরকত দান করুন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝে



বরকত দান করুন। আমাদের সিদ্ধান্ত ও অভিমতের মাঝে বরকত দান করুন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার বরকত হোক সবসময়ের সঙ্গী।

- রবেব করীম, যেই কথা ও কাজের ওপর আপনি অসন্তুষ্ট; আমাদেরকে সেই কথা ও কাজ থেকে দূরে রাখুন। যেই বিষয়গুলো আপনার ক্রোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, সেই বিষয়গুলো পরিহার করার তাওফীক দিন। যেই রাস্তায় চললে আপনি নারায হবেন; সেই রাস্তায় চলা থেকে আমাদের নিরাপদ রাখুন। যেই লোকদের কাছে বসলে আপনি নারায হন; সেই লোকদের কাছে বসা থেকে আপনি আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন।
- রবেব করীম, দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে আমাদের হিফায়ত করুন। আমাদেরকে সম্মানে মোড়া জীবন দান করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে চারিত্রিক সুষমা দান করুন। নৈতিকতা দান করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্রের রঙে রঙীণ করে তুলুন।
- রবেব করীম, নেককারদের সাহচর্য নসিব করুন। নেককারদের সঙ্গে ওঠা-বসা, চলা ফেরা সহ জীবন কাটানোর তাওফীক দান করুন। আখেরাতেও তাঁদের সঙ্গ দান করুন।
- রবেব করীম, নেক কাজ করার আগ্রহ দান করুন। সং নিষ্ঠাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন।
- রবেব করীম, চিন্তা ও পেরেশানি দূর করুন। হে আল্লাহ, যে সমস্ত লোক পারিবারিক ঝুট-ঝামেলা নিয়ে পেরেশানির মধ্যে আছে, তাদের সমস্ত পেরেশানি দূর করে দিন। যারা ব্যবসায়িক নানাবিধ পেরেশানির মধ্যে আছে তাদের পেরেশানিও দূর করে দিন। ঋণগ্রস্থদের ঋণ পরিশোধের সুযোগ করে দিন। অসুস্থতার কারণে যারা পেরেশান হয়ে আছেন, তাদের সেই পেরেশানি দূর করে তাদেরকে সুস্থ করে দিন।



- রবেব করীম, যেসকল নিঃসন্তান দম্পতিদের ঘর আলোকিত করে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নিন, তাদেরকে সন্তান দান করে দু' চোখ শীতল করুন। যাদেরকে আপনি সন্তান দান করেছেন তাদের সন্তানদেরকে নেককার অনুগত ও পিতা-মাতার নয়নমণি বানিয়ে দিন।
- রবেব করীম, যাদের ঘরে বড় বড় সন্তান রয়েছে তাদের সন্তানদেরকে আপনি উজ্জ্বল ভবিষ্যত দান করুন। পিতা-মাতার জন্যে তাদের দায়িত্ব পালন করাটা আসান করে দিন। হে আল্লাহ, যে সমস্ত পিতা-মাতা সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছেন, তাদেরকে তাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আনন্দ ও উচ্ছলতা দান করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে তাকওয়া ও পরহেযগারির জীবন প্রদান করুন। আমাদেরকে নিফাকি তথা কপটতা থেকে সুরক্ষিত রাখুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে আপনার সঙ্গে জুড়ে নিন। হে আল্লাহ, আমরা আমাদের ছোট মুখ দিয়ে কতো বড় বড় নি'আমত চেয়ে বেড়াই। হে আল্লাহ, আমাদের ওপর মেহেরবানী করুন। আমাদেরকে আপনার সঙ্গে মিলিত করুন।
- রবেব করীম, আমরা আপনার স্মরণে এখানে একত্র হয়েছি। হাতে যতটুকু সময় পেয়েছি আপনার স্মরণে অতিবাহিত করার চেষ্টা করেছি। এখন আপনার সামনে হাত বাড়িয়ে বসে আছি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের প্রার্থনার হাত আপনার দানের মুক্তো দিয়ে পূর্ণ করে দিন। হে আল্লাহ, দুনিয়াতে কোনো মালিক তার মজদুরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করে না। হে আল্লাহ, আপনি তো মালিকদেরও মালিক। আমরা আপনার সামনে হাত পেতে আছি, যেই উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার দুয়ারে এসেছি আমাদের সেই উদ্দেশ্যগুলো আমাদেরকে দান করে দিন। হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আপনার দুয়ার থেকে অর্জন করতে পারেনি, পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো দুয়ার থেকে সে কোনো কিছুই পাবে না। এই দুয়ারে এসেই ধাক্কা খেতে হবে। রবেব করীম, আমাদেরকে আপনার দুয়ার থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন না।



□ রবেব করীম, আপনার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সহমর্মিতা শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই দুয়ার ছাড়া দ্বিতীয় কোনো দুয়ার নেই। মাওলা, যে পেয়েছে আপনার দুয়ারেই পেয়েছে। আশিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামও এই দুয়ার থেকেই পেয়েছেন। আওলিয়ায়ে কেরামও আপনার এই দুয়ার থেকেই নিয়েছেন। সৎ লোক অসৎ লোক; প্রত্যেকে যা পেয়েছে এখান থেকেই পেয়েছে। রবেব করীম, আমাদের ওপর আপনার পক্ষ থেকে রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। মাওলাগো, তুমি যাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছো, সে আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাওলা হিসেবে পাবে না। পরওয়ারদিগার, মেহেরবানী করুন। আপনার দুয়ার থেকেই আমাদেরকে দান করুন। রবেব করীম, আপনার দুয়ার থেকে বের করে দেবেন না। হে আল্লাহ, যদি আমাদের গুনাহের দিকে তাকাই তাহলে আমরা অবশ্যই গলাধাক্কা দিয়ে বহিস্কারযোগ্য। আমাদের চেহারাগুলো কালো রং দিয়ে বিকৃত করার যোগ্য। কিন্তু আপনি তো রহমান ও রহীম, মান্নান ও করীম। আমার মালিক, মেহেরবানী করুন। আমাদের গুনাহগুলোকে সাওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।

□ রবেব করীম, নফস ও শয়তান আমাদেরকে লুণ্ঠন করেছে। আমাদের আমলগুলোকে ধ্বংস করেছে। সর্বস্বখোয়ানো লুণ্ঠিত ব্যক্তির ওপর তো দুনিয়ার লোকেরাও দয়া করে। আপনি তো আমাদের পরওয়ারদিগার। আপনি আমাদের ওপর রহম করুন। রবেব করীম, আমরা রিয়ার কারণে আমাদের আমলগুলোকে ধ্বংস করেছি। হিংসার আগুনে নিজেদের পুণ্যগুলোকে ভষ্মিভূত করেছি। মাওলাগো, আমাদের এই নিঃস্বতার ওপর আপনি দয়া করুন।

□ রবেব করীম, আমাদেরকে হিংসুকদের হিংসা থেকে রক্ষা করুন। শত্রুর শত্রুতা থেকে রক্ষা করুন। অনিষ্টকারীদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুন। জান ও মালের হিফায়ত করুন। ইয়যত ও আবরুর হিফায়ত করুন। হে আল্লাহ, আমাদের ঈমানের হিফায়ত করুন।



- রবেব করীম, আমরা পরীক্ষার যোগ্য নই। আমাদেরকে সকল ফিতনা থেকে হিফাযতে রাখুন। পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমাদের সঙ্গে ক্ষমাসুন্দর আচরণ ও দেখেও না দেখার আচরণ করুন।
- রবেব করীম, আমরা আজীবন তোমার নি'আমত ভোগ করেছি। অথচ তার ওপর শোকরিয়া আদায় করিনি। আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন। হে আল্লাহ, আপনার পক্ষ থেকে যখুনি আমাদের ওপর কোনো পেরেশানি এসেছে, আমরা তখন ধৈর্যহীনতার নির্লজ্জ প্রদর্শন করেছি। এদিক-ওদিক অভিযোগ করে বেড়িয়েছি। হে আল্লাহ, আমাদের সেই গুনাহগুলো মাফ করে দিন।
- রবেব করীম, আমরা সর্বাবস্থায় আপনার ওপর যেনো সুস্থ থাকতে পারি, আমাদেরকে রাযি থাকার তাওফীক দান করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে সুসময়ে গাফলত থেকে বাঁচিয়ে রাখুন আর দুঃসময়ে ধৈর্যহীনতা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে আপনার প্রিয় বান্দাদের তালিকায় शामिल করুন। আমাদেরকে নৈকট্যশীল বান্দাদের তালিকায় शामिल করুন। আমাদেরকে আরিফীনদের জামাতে शामिल করুন। আমাদের আশেকীনদের দলে शामिल করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে আপনার ইশকের জ্বালা দান করুন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইলমের অণলে ভস্মিভূত করুন।
- রবেব করীম, আমরা শুধু আপনাকেই চাই। আমাদেরকে আপনার সঙ্গ দান করুন।
- রবেব করীম, আপনার মাহবুবের সুন্নাতের ভালোবাসা আমাদের দান করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে বারংবার হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারত নসিব করুন। হে আল্লাহ, তোমার সেই বান্দা-বান্দীগণ কতোইনা সৌভাগ্যবান, যারা ইহরাম বেধে চলে। ليك الله ليك বলতে থাকে।



কেউ তোমার ঘর তাওয়াফ করছে। কেউ হজরে আসওয়াদ চুমু খাচ্ছে। কেউ মুলতায়াম জড়িয়ে আছে। কেউ মাক্কাতে ইবরাহীমে নফল নামায আদায় করছে। কেউ সফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করছে। কেউ তোমার ঘরের গেলাফ আকড়ে ধরে দু'আ চাইছে। সেই মুহূর্তটির স্বাদ কতইনা মধুর। পরওয়ারদেগারে আলম, আমাদেরকেও নিজেদের পাপিষ্ট চোখ দিয়ে তোমার ঘর বাইতুল্লাহর যিয়ারত করার তাওফীক দিন। সফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করার তাওফীক দিন। হজ ও উমরার সৌভাগ্য নসিব করুন।

□ রবেব করীম, আপনার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুয়ারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। হে আল্লাহ, যেই পুণ্যস্থানগুলোতে ওয়াহি অবতীর্ণ হয়েছে। সেই স্থানগুলো কেমন? যেখানে আসহাবে সুফফা বসতেন, সেই স্থানগুলো কেমন? যেই জায়গাটির ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে যে, আমার কবর ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের অন্যতম বাগিচা; হে আল্লাহ, সেই রিয়াযুল জান্নাহটি কেমন? হে আল্লাহ, আমাদেরকে জীবদ্দশায় সেই জায়গাগুলোতে বারংবার হাজির হওয়ার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ, তোমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওয়ায হাজির হয়ে দরুদ ও সালাম পেশ করার দৃশ্যটি কতো যে সোনারা হৃদয়ছোঁয়া দৃশ্য! হে আল্লাহ, আমাদেরকে সেই পরম সৌভাগ্য নিজেদের জীবনে বারংবার ছুঁয়ে দেখার তাওফীক দান করুন।

□ রবেব করীম, আমরা দুনিয়াতে আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাইনি। হে আল্লাহ, কিয়ামতের দিন আপনার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে হাউজে কাউসার থেকে অমীয সুধা পান করার তাওফীক দিন।

□ রবেব করীম, আমাদেরকে আজীবন তোমার প্রিয় ওলি-বুয়ুর্গদের খেদমত করার, তাঁর সঙ্গে জুড়ে থাকার এবং তাঁদের সংস্পর্শ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন।



- রবেব করীম, আমাদের চিন্তার বৈকল্য ও দুর্গন্ধ দূর করুন।
- রবেব করীম, কালিমা পড়তে পড়তে জীবন কেটে গেলো; কিন্তু এখন পর্যন্ত কালিমার স্বাদ পাইনি। নামাযের স্বাদ আস্বাদন করিনি। সেজদার মজা অনুভূত হয়নি। তোমার যিকিরের হুযূরি হাসিল হয়নি। প্রকৃত ঈমানের অতিপ্রাকৃতিক স্বাদ নিইনি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে নামাযের মাঝে মাঝে হুযূরি দান করুন। সেজদার মাঝে মজার অনুভব দিন। কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতের স্বাদ আস্বাদনের সৌভাগ্য দিন। রাতের শেষ প্রহরে মুনাযাতের মজা নসিব করুন। হে আল্লাহ, প্রকৃত ঈমানের স্বাদ দিন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে আল্লাহর হক ও বান্দার হক; উভয় হক আদায় করার তাওফীক দিন।
- রবেব করীম, আমরা আমাদের জীবনের সিংহভাগ গাফলতির মাঝে অতিক্রান্ত করেছি। মাওলাগো, আমাদের আগামী জীবন পূর্বের জীবনের চেয়ে উত্তম করুন। ভবিষ্যতকে অতীতের উত্তম বিনিময় বানিয়ে দিন।
- রবেব করীম, আমাদের সংশোধন করুন। আমাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যে নফস ও শয়তানের হাতে সোপর্দ করবেন না।
- রবেব করীম, আমাদেরকে আপনার অগ্রিয় কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। হে আল্লাহ, যে বিষয়গুলো তোমার অসন্তুষ্টি ডেকে আনে; সেই বিষয়গুলো থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন। মাওলাগো, আপনার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমাদেরকে আত্মপূজা ও অহমিকা থেকে নিরাপদ রাখুন।
- রবেব করীম, যেভাবে আপনি আসমানকে জমিনের ওপর ধসে পড়া থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন তদ্রূপ শয়তানকে আমাদের ওপর চেপে বসা থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন।
- রবেব করীম, আমাদের বহিরাঙ্গকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়াসাল্লামের সুন্নত দিয়ে সুসজ্জিত করে তুলুন। আর আমাদের অভ্যন্তরকে আপনার মা'রিফাতের আলোকমালায় উদ্ভাসিত করে তুলুন।

- রবেব করীম, আমাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী বানাবেন না। আমাদেরকে ঈর্ষণীয় জীবন দান করুন।
- রবেব করীম, আপনি আমাদের ওপর সম্ভ্রষ্ট হোন।
- রবেব করীম, আমরা কিয়ামতের দিন গুনাহের এতো বড় বড় বোঝা নিয়ে আপনার সামনে কীভাবে দাঁড়াবো? মেহেরবানী করে আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন।
- রবেব করীম, আমাদের যাবতীয় বিষয় আপনার একটি সুদৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি বর্ষণ করুন। আপনার একটি মাত্র নেকনজর আমাদের জীবনের মানচিত্রই বদলে দেবে। হে আল্লাহ, আপনার রহমতের একটিমাত্র দৃষ্টি ফেলুন এবং আমাদের যাবতীয় বক্রতাকে সরল করে দিন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে গুনাহমুক্ত জীবন দান করুন। পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন দান করুন। শালীন ও লজ্জাঢাকা জীবন দান করুন। আনুগত্যশীল জীবন দান করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে আপনার দ্বীনের খেদমতের জন্যে কবুল করুন।
- রবেব করীম, আমাদের ভেতরাঙ্গকে বহিরাঙ্গ থেকে সুন্দর করুন। আমাদের বহিরাঙ্গকে শরীয়তের মুতাবিক করুন।
- রবেব করীম, আমাদের ভেতরের অনিষ্টগুলোকে নিষ্ঠ করুন। মাওলাগো, নানাবিধ আবর্জনা নিয়ে বসে আছি। আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলুন। হে আল্লাহ, আপনার রহমতের জল দিয়ে আমাদেরকে ধুয়ে মুছে স্বচ্ছ বানিয়ে দিন। আমাদের গাফেল দিলগুলোকে যিকিরকারী বানিয়ে দিন।



- রবেব করীম, আপনার ভালোবাসার অমীয সুধা পান করিয়ে দিন। আপনার দিওয়ানা বানিয়ে দিন। আপনার আশিক মাস্তানা বানিয়ে দিন। মাওলাগো, আমরা শুধু আপনাকেই চাই। আমাদেরকে ভালোবাসার উদ্দীপনা দান করুন।
- রবেব করীম, মাখলূকের ভালোবাসা আমাদের অন্তকরণ থেকে বের করে দিন।
- রবেব করীম, ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের চক্ষুগুলোকে শীতল করুন। আপনার যিকির দিয়ে আমাদের অন্তরগুলোকে প্রশান্তি দান করুন।
- রবেব করীম, আমরা ইচ্ছেকৃতভাবে যেসব গুনাহ করেছি, সেগুলো মাফ করে দিন। অনিচ্ছেকৃতভাবে যেসব গুনাহ করেছি, সেগুলোও মাফ করে দিন। দিনের আলোয় যেসব গুনাহ করেছি, সেগুলো মাফ করে দিন। রাতের অন্ধকারে যেসব গুনাহ করেছি, সেগুলোও মাফ করে দিন। একাকী যেসকল গুনাহ করেছি সেগুলো মাফ করে দিন। জনসম্মুখে যেসব গুনাহ করেছি, সেগুলোও মাফ করে দিন।
- রবেব করীম, এতোদিন আমরা দুনিয়ার ভালোবাসায় নিমগ্ন ছিলাম। আমাদের এই গুনাহ আপনি নিজ গুণে ক্ষমা করে দিন। গায়রুল্লাহর প্রেমে ডুবন্ত ছিলাম। সেই গুনাহও মাফ করে দিন। হে মালিক, আমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে বেড়িয়েছি; আমাদের এ গুনাহও আপনি মাফ করে দিন। হে আল্লাহ, আমরা শয়তানের দাসত্ব করে বেড়িয়েছি। সেই গুনাহও আপনি মাফ করে দিন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে নফসে মুতমায়িন্নাহ তথা তোমার আনুগত্যে স্থির হৃদয় দান করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষমাপ্রাপ্ত বান্দাদের কাতারে शामिल করুন।
- রবেব করীম, শয়তান আমাদেরকে দেখে, আমরাতো শয়তানকে দেখি না। হে আল্লাহ, আপনি আপনার সর্বদ্রষ্টা চোখ দিয়ে আমাদের হিফায়ত করুন।



- রবেব করীম, আমাদের অর্ধসমাপ্ত, থেমে যাওয়া কাজগুলো আপনি পূর্ণ করে দিন। সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত, জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত কাজগুলো উদ্ধার করুন। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ানো থেকে আমাদের রক্ষা করুন।
- রবেব করীম, হেদায়াত পাওয়ার পর পুনরায় গুমরাহীর আবর্তে পাকড়াও হওয়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। সরল পথের অনুগামী হওয়ার পর পুনরায় বক্র পথের পথিক হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আপনার নৈকট্য প্রদানের পর দূরত্বের অণলে ভস্মিভূত হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করুন।
- রবেব করীম, আমাদের অবস্থা সেই রাখালের মতো; যে বলেছিলো, **فإن لا تغفر فاغفر : اللهم اغفر** : মাওলাগো, আমাকে ক্ষমা করো। যদি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য আমরা না হই, তারপরও আমাদের ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, তার সেই কথা আমাদেরও মনের কথা। পরওয়ারদেগার, মাফ করুন। মাফ করুন। মাফ করুন। যদি আপনি মাফ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তারপরও আমাদের মাফ করুন।
- রবেব করীম, আপনার কাছে মাফি চাওয়া আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আপনাকে সন্তুষ্ট করা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আপনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে পড়ুন।
- রবেব করীম, আপনি তো আপনার বান্দাদের ওপর অতি দ্রুত সন্তুষ্ট হন। আপনি তো দয়া করার জন্যে বাহানা খুঁজে বেড়ান।
- রবেব করীম, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করার জন্যে আপনার নিজ থেকে কোনো বাহানা কোনো অজুহাত দাঁড় করান।
- রবেব করীম, আপনি কুরআনুল কারীমের মাঝে ইরশাদ করেছেন- **وَأما السائل فلا تنهر** : তুমি ভিখারীকে নিষেধ করো না। মাওলাগো, যখন আপনি আমাদের মতো দুর্বলদের প্রতি এ বিধান অবতীর্ণ করেছেন যে, আমরা যেনো কোনো ভিখারীকে তাড়িয়ে না দেই, ফিরিয়ে না দিই।



তাহলে আমরাও তো আপনার দুয়ারের ভিখারী। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে নিষেধ করবেন না। আমাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন না। আমাদের দু'আগুলোকে আমাদের মুখের ওপর ছুড়ে মারবেন না।

- রব্বের করীম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে যখন তার ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো তখন আপনার নবী বলেছিলেন, لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ। হে আল্লাহ, হতে পারে আমরা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের থেকেও আরো খারাপ। কিন্তু আপনি হযরত ইউসুফ থেকেও অতি দয়ালু। তার থেকে বেশি করুণাময়ী। তার থেকে বড় ক্ষমাকারী। মাওলাগো, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। মেহেরবানী করুন। হে আল্লাহ, আমাদের তাওবাগুলো কবুল করুন। আমাদের যাবতীয় ভুল, দোষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনি মাফ করে দিন। যেভাবে তিনি বলেছিলেন, لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ। সেই সিদ্ধান্তটি আপনি আমাদের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করুন।

- রব্বের করীম, আপনি কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন- إِنَّمَا : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ : নিশ্চয়ই ফকিরদের জন্যে সদকা থাকে। অন্যত্র আপনি নিজেই ইরশাদ করেছেন- يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ : হে মানব সম্প্রদায়। তোমরা সবাই ফকির। মাওলাগো, যখন সদকা শুধু ফকিরদের জন্যে। আর আমরাও ফকির। তাহলে আপনি আমাদেরকে রহমতের সদকা দান করুন। আপনার গুনাহ ঢাকার সদকা দান করুন। আপনার দয়াশীলতার সদকা দান করুন। আপনার রহীমিয়াতের সদকা দান করুন। আপনার কিবরিয়াইর সদকা দান করুন।

- রব্বের করীম, এই সভাস্থলে কণ্ডো ছোট ছোট বাচ্চা হাত উঠিয়ে বসে আছে। মাওলা, আমরা আপনাকে এই নিষ্পাপ ক্ষুদে হাতগুলোর উসিলা দিয়ে নিবেদন করছি, আপনি এই নিষ্পাপ হাতগুলোর আবদার



- রাখুন। সেগুলোকে শূন্য ফিরিয়ে দেবেন না। তাদের বরকতে আমাদের মতো অক্ষম গুনাহগারদের অবস্থার ওপর দয়া করুন।
- রবেব করীম, আমরা সফেদ মাথা ও কৃষ্ণ অন্তর নিয়ে আপনার দুয়ারে হাজির হয়েছি। হে আল্লাহ, আমাদের মতো দ্বিতীয় নালায়েক যেমন নেই, তদ্রূপ আমাদের মতো গাফেলও দ্বিতীয়টি নেই।
  - রবেব করীম, আপনি আমাদের ওপর রহম করুন। আগামীর জীবনের হিফাযত করুন। পথহারা হওয়া থেকে রক্ষা করুন।
  - রবেব করীম, আমাদেরকে আপনার দুয়ারের সঙ্গে জুড়িয়ে নিন। আপনার ছায়াতলে আশ্রয় দিন।
  - রবেব করীম, দুনিয়া তো কেবলমাত্র ঘৃণা করতে জানে। শুধু অপবাদ ছুড়তে জানে। কারো সম্পর্কে সামান্য কিছু পেলেই দুনিয়া তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। আপনিই একমাত্র সত্তা, যিনি গুনাহের ময়লা শরীরে জড়ানো বান্দাকেও ভালোবাসেন। এতো কিছু পরও তাদের জন্যে তাওবার দুয়ার বন্ধ করেন না। পরওয়ার দেগারে আলম, যখন আপনি তাওবার দুয়ার বন্ধ করেননি, তার অর্থ আপনি আমাদের তাওবা কবুল করতে চান। কাজেই আপনি আমাদের ওপর মেহেরবানী করুন এবং আমাদের তাওবা কবুল করে নিন।
  - রবেব করীম, আমাদেরকে আপনার উপস্থিতির ধ্যানপূর্ণ নামায পড়ার তাওফীক দান করুন। খুশ'-খুশু' দীপ্ত দিন দান করুন। লজ্জার আবিরমাখা চোখ দান করুন। তোমার ভালোবাসাময় দিল নসিব করুন। আপনার যিকির ও শোকরের গুণমুখর যবান দান করুন। আনুগত্যশীল বশীভূত দেহ দান করুন।
  - রবেব করীম, আমাদেরকে দুর্ভাগ্য, বঞ্চনা ও কঠোরতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন।
  - রবেব করীম, আপনার রহমতের বদান্যতায় আমাদের জন্যে সৌভাগ্যের সবক'টি দুয়ার খুলে দিন।



- রবেব করীম, আমাদেরকে আপনার দ্বীনের জন্যে সহানুভূতিসম্পন্ন মানসিকতা প্রদান করুন। আমাদেরকে আল্লাহ আল্লাহ জপনেওয়ালাদের মাঝে शामिल করুন।
- রবেব করীম, আপনি কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন- اَدْعُونِي : استَجِبْ لَكُمْ : বান্দারা, তোমরা আমার কাছে দু'আ করো। আমি কবুল করে নেবো। পরওয়ারদেগার, আপনি সত্যবাদী। আপনার কুরআনও সত্যঘোষক। وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا। মাওলাগো, যখন আপনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা দু'আ করো, আমি কবুল করবো। পরওয়ারদেগারে আলম, তোমার কথামতো আমরা হাত তুলেছি। দু'আ করছি। আপনি কবুল করে নিন। মাওলাগো, আমাদের দু'আগুলো আমাদের মুখের ওপর আবর্জনার মতো ছুড়ে মারবেন না।
- রবেব করীম, আমাদের পিতা-মাতা, শিক্ষকবৃন্দ, বুয়ুর্গানে দ্বীন, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে যারা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাদের সকলকে আপনি ক্ষমা করে দিন। আপনি তাদেরকে আপনার নৈকট্যশীল বান্দাদের কাতারে शामिल করে নিন।
- রবেব করীম, আমাদের শারীরিক ও আত্মিক যাবতীয় রোগ-ব্যাধি দূরভিত করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে নেক ও এক হতে জীবন কাটানোর তাওফীক প্রদান করুন।
- রবেব করীম, আমাদের দেশটাও আপনার একটি নি'আমত। এ দেশের আপনি হিফায়ত করুন। হে আল্লাহ, স্বাধীনতাও একটি নি'আমত। আমাদেরকে সেই নি'আমতের মূল্যায়ন করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে কখনো এই নি'আমত থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার অনুগ্রহে আমাদের এ দেশটাকে গোটা পৃথিবীর জন্যে ইসলামের কেল্লা বানিয়ে দিন।



- রবেব করীম, আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা গোটা পৃথিবীর যেখানে যেখানে পেরেশানীর শিকার হয়ে আছে তাদের সেই পেরেশানীকে আপনি দূর করে দিন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে সমাজের উত্তম সদস্য হওয়ার তাওফীক দিন।
- রবেব করীম, আপনার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- কিয়ামতের দিন কিছু লোক আল্লাহর সঙ্গে এমন প্রেমময় অবস্থায় সাক্ষাৎ করবেন যে, তারা আপনাকে দেখে মুচকি হাসবে আর আপনিও তাদেরকে দেখে মুচকি হাসবেন। পরওয়ারদেগার, আমাদের আমল এতোটা যোগ্য নয় যে, আমরা সেই সৌভাগ্যবানদের একজন হবো। কিন্তু এটিতো আপনার রহমতের জন্যে অসম্ভব কিছু নয়। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সেই পরম সৌভাগ্যবানদের কাফেলার সদস্য বানিয়ে নিন, যারা আপনার সকাশে হাজির হওয়ার সময় আপনাকে দেখে মুচকি হাসবে আর আপনিও তাদের দেখে মুচকি হাসবেন। ঠিক সেসময় এ আওয়াজ আসবে -

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي

عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۝

- রবেব করীম, একজন আশেকের যতোগুলো গুণ হতে পারে, আমাদেরকে তোমার ইশকের সেই গুণগুলো দান করো। মুত্তাকীদের (খোদাভীরুদের) সবগুলো গুণ আমাদেরকেও দান করো। মুহসিনীনদের (অতীব নেককারদের) সবগুলো গুণ আমাদেরকে দান করো। সবিরীনদের (ধৈর্য্যশীলদের) সবগুলো গুণ আমাদেরকে দান করো। খাশিঈনদের (আল্লাহর ভয়ে তটস্থদের) সবগুলো গুণ আমাদেরকে দান করো। মুতাওয়াদিঈনদের (অতিশয় নম্রদের) সবগুলো গুণ আমাদেরকে দান করো।



- রবেব করীম, আপনার অনুগ্রহে আমাদেরকে অসৎ ও অনৈতিক চারিত্রিক দোষ থেকে মুক্ত রাখুন। আমাদেরকে আপনার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্রমাধুরিমায় সাজিয়ে তুলুন।
- রবেব করীম, প্রত্যেক ধনীর দুয়ারে আগমনকারী কোনো না কোনো আকাজ্জা নিয়ে আগমন করে। হে আল্লাহ, আমরা সবাই আপনার দুয়ারে এসেছি। আমাদের মনেও কিছু আকাজ্জা আছে। আপনি তো ধনীদেব চেয়েও বড় ধনী। আপনি আমাদের ওপর দয়া করুন। আমাদের গুনাহগুলো মাফ করুন।
- রবেব করীম, আপনি আমাদের ওপর রহমদের দৃষ্টিতে তাকান। আমাদের উদ্ধার করুন।
- রবেব করীম, আমাদের অবস্থা সেই সর্বস্ব খোয়ানো কাফেলার মতো; যাদেরকে ডাকাতির দল লুট করে নিয়ে গেছে। এখন তারা হতবিহ্বল হয়ে দু'চোখের অশ্রু ফেলছে। হে আল্লাহ, শয়তান আমাদের লুণ্ঠন করেছে। কখনো সে গীবত করিয়ে আমাদের আমলনামা কালো করেছে। কখনো সে হিংসার মাধ্যমে আমাদের আমল বরবাদ করেছে। কখনো সে রিয়ার মাধ্যমে নেককাজগুলোকে ধ্বংস করেছে। কখনো মিথ্যার মাধ্যমে আমাদের আমলগুলোকে বিকৃত করেছে। কখনো কুদৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের নেককাজগুলোকে হালাক করেছে। হে আল্লাহ, শয়তান লুণ্ঠনের কোনো সুযোগই ছাড়ে নি। কিন্তু হে আল্লাহ, সমস্ত ভাগ্য তো আপনার হাতে। আমরা আপনার কাছে দু' হাত পেতেছি। আমাদের নেকির আমলনামা শূন্য। কিন্তু গুনাহের আমলনামা টইটুম্বর।
- রবেব করীম, আমরা আপনার কাছে মাফি চাই। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের যৎসামান্য নেক কাজেরও হিফায়ত করুন।
- রবেব করীম, আমাদের এই অসহায়ত্বপূর্ণ অবস্থার ওপর আপনি রহম করুন।



- রবেব করীম, শয়তান শত্রুতা করার কোনো সুযোগই ছাড়েনি। কাজেই আপনি রহমতের ক্ষেত্রে কোনো কমি করবেন না। হে আল্লাহ, শয়তান লুষ্ঠনের কোনো সুযোগ হাতছাড়া হতে দেয়নি, আপনি দানের ক্ষেত্রে কমি করবেন না। হে আল্লাহ, শয়তান আমাদেরকে ধোকা দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো কমি করেনি। আপনি আমাদেরকে পথদেখানোর ক্ষেত্রে কোনো কমি করবেন না। হে আল্লাহ, শয়তান আমাদের ওপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রে কোনো কমি করেনি। আপনি আমাদের হিফাযতের ক্ষেত্রে কোনো কমি করবেন না।
- রবেব করীম, দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে আমাদেরকে আপনার ভালোবাসার খানিকটা সুধা পান করাবেন। হে আল্লাহ, আমাদেরকেও আপনার ভালোবাসার দিওয়ানা বানিয়ে নিন। রাতের জাগরণকারী বানিয়ে নিন। মুনাজাতের স্বাদে বিভোর বানিয়ে নিন। নির্জনে ক্রন্দনকারী বানিয়ে নিন। আপনার নৈকট্যশীল বানিয়ে নিন। আপনার প্রিয় বান্দাদের মাঝে আমাদেরকেও शामिल করুন।
- রবেব করীম, আমাদের অবস্থা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সেই ভাইদের মতো; যারা পূর্ণ শষ্য নিতে এসেছে; অথচ তাদের হাতে যথেষ্ট কানা-কড়ি নেই। তারা এসেছে মিসরের খাদ্যমন্ত্রী দ্বারা মাথা ঠুকে বলেছে— আমরা তো পূর্ণ শষ্য নিতে এসেছি; কিন্তু পূর্ণ মূল্য আমাদের হাতে নেই। হে খাদ্যমন্ত্রী, تَصَدَّقْ عَلَيْنَا : আপনি আমাদের ওপর সদকা করুন। إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ : নিশ্চয়ই আল্লাহ সদকাকারীদের পুরস্কৃত করে থাকেন। হে আল্লাহ, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা হযরত ইউসুফের কাছে সদকা চেয়েছিলো। আমরা আপনার কাছে আপনার রহমতের সদকা চাচ্ছি।
- হে আল্লাহ, হতে পারে আমরা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের থেকেও আরো খারাপ। কিন্তু আপনি হযরত ইউসুফ থেকেও অতি দয়ালু। তার থেকে বেশি করুণাময়ী। তার থেকে বড়



ক্ষমাকারী। মাওলাগো, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। মেহেরবানী করুন। হে আল্লাহ, আমাদের তাওবাগুলো কবুল করুন। আমাদের যাবতীয় ভুল, দোষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনি মাফ করে দিন। যেভাবে তিনি বলেছিলেন, لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ : যাও, আজ তোমাদের ওপর কোনো দণ্ড নেই। আমি তোমাদের দোষগুলো মার্জনা করে দিয়েছি। হে আল্লাহ, যখন আপনার পাঠানো নবী মাফ করেছেন। আপনি তো তাঁরও পরওয়ারদেগার। আপনি তো মাফ করতে পারলে খুশি হন। হে আল্লাহ, আপনিও আমাদের জন্যে ফয়সালা করে দিন, لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ : যাও, আজ তোমাদের ওপর কোনো দণ্ড নেই। আমাদেরকে এই সুসংবাদটুকু শুনিতে দিন। আমাদের মৃতবৎ দেহে প্রাণের সঞ্চার করুন।

□ রবেব করীম, আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে গুনাহের জিজিরে আবদ্ধ করে ফেলেছি। আপনি আমাদেরকে সেই জিজিরের কবল থেকে উদ্ধার করুন। হে আল্লাহ, আমরা আমাদের মাথার ওপর গুনাহের স্তূপ নিয়ে ফেলেছি। দয়া করে, আপনি সেই বোঝা নামিয়ে আমাদেরকে হালকা করুন।

□ রবেব করীম, দুনিয়াতে কোনো সেবক কারো সেবা করলে মালিক তাকে বিনিময় দেয়। হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দারা তোমার পথের যাত্রীদের সেবা করেছে। হে আল্লাহ, আমাদের হাতে তাদেরকে দেয়ার মতো কিছু নেই; কিন্তু তোমার কাছে তো দেয়ার মতো সবকিছুই আছে। হে আল্লাহ, এই খেদমতকারীদের খেদমত কবুল করুন। তাদের হিসেব-নিকাশ আপনিই মিটিয়ে দিন। তাদের বাসনাগুলো পূরণ করে দিন। হে আল্লাহ, তাদের খেদমতের বিনিময়ে তাদেরকে আপনার সঙ্গে জুড়ে নিন। তাদেরকে আপনার মা'রিফাত নসীব করুন। তাদেরকে আপনার ইশক নসীব করুন। আপনার নৈকট্য নসীব করুন। আপনার রহমতের শুভদৃষ্টি নসীব করুন।



□ রব্বের করীম, বিতাড়িত শয়তান আমাদেরকে দেখে; কিন্তু আমরা তাকে দেখি না। সে আমাদের ওপর আক্রমণ করে; কিন্তু আমরা ধরতে পারি না। সে ধোকা দেয়; আর আমরা নির্বোধের মতো ধোকা খাই। আমরা তার চক্রান্তের শিকার হই। হে আল্লাহ, আমরা কতো দিন তার হাতে প্রতারিত হবো? আর কতো কূটচালে ক্ষতিগ্রস্ত হবো? আমাদেরকে তার সকল ধোকা, প্রবঞ্চনা ও কূটচাল হতে রক্ষা করুন।

□ রব্বের করীম, আমাদেরকে কোনো পরীক্ষায় ফেলবেন না।

میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا

مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

আমায় পরীক্ষায় ফেলবেন না হে রব,  
কারণ, আমার উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা নেই।

□ রব্বের করীম, আমরা যদি কখনো গুনাহও করার ইচ্ছে করে ফেলি; তাহলে আমি আমাদেরকে তাথেকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখুন। হে আল্লাহ, যদি কখনো গুনাহের জন্যে আমাদের কদম ওঠে তাহলে আপনি সেই কদম থামিয়ে দিন। যদি গুনাহের দিকে আমরা হাত বাড়াই, তাহলে আপনি সেই হাত থামিয়ে দিন। যদি গুনাহের দিকে আমাদের দৃষ্টি ওঠে তাহলে আপনি সেই দৃষ্টি নত করে দিন।

□ রব্বের করীম, আপনি যদি আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, তাহলে আমরা স্বীকার করছি যে, আমরা পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা রাখি না। আমরা নিজিতে মাপার যোগ্য নই। আমরা আমাদের গুনাহের স্বীকারোক্তি করছি। হে আল্লাহ, আমাদের ওপর রহম করুন। দয়া করে আমাদেরকে দাড়িপাল্লার জটিলতায় ফেলবেন না।

□ রব্বের করীম, এলাকাবাসীর ওপর আপনার খাস রহমত নাযিল করুন। এই মহল্লার যুবক ভাইদেরকে নেক কাজ করার তাওফীক দিন। এ মহল্লার বয়স্ক ভাইদেরকে আপনার মা'রিফাতের নূর নসিব করুন। তাদের রিযিকের মাঝে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ, এই মহল্লার



ভাইয়েরা যেভাবে ভালোবাসা নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন; যেভাবে সকল মেহমানদের মেহমানদারি করেছেন, তার বিনিময়ে আপনি তাদের সবাইকে জান্নাতে সময়মতো মেহমানদারি করান। তারা এখানে অতিথিপরয়াণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তার বিনিময়ে তাদের জন্যে জান্নাতে দস্তুরখান বিছিয়ে দিন।

□ রব্বের করীম, তাদের সবাইকে কালিমায়ে তাইয়েবার ওপর মৃত্যু নসিব করুন। হে আল্লাহ, তারা যেই ভালোবাসার সঙ্গে আমাদেরকে এখানে রেখেছেন, তাদের সেই ভালোবাসা কবুল করুন এবং তার বিনিময়ে তাদেরকে আপনার ভালোবাসা দান করুন।

□ রব্বের করীম, এই মহল্লার মাঝে যতো ভাই অসুস্থ আছেন, তাদেরকে দ্রুত আরোগ্য দান করুন। যতো শিশু আছে, তাদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যত দান করুন। হে আল্লাহ, ছোট ভাইদের নেককার বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ, এই মহল্লার যেসকল বোনেরা দূরে বসে আমিন আমিন বলছে তাদের দু'আগুলোও আপনি কবুল করুন। আর যে সমস্ত বোন এখনো দু'আয় शामिल হতে পারেনি, তাদেরকে शामिल করুন। তাদের নেক হাজতগুলো পূরণ করুন।

□ রব্বের করীম, আমরা আমাদের পাত্র অনুপাতে চেয়েছি, আপনি আপনার রহমত অনুপাতে দান করুন। আপনার শান মোতাবেক দান করুন।

□ রব্বের করীম, শয়তান আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার কসম খেয়ে রেখেছে। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন। আপনি তো আমাদেরকে হেদায়াত দানের অঙ্গীকার করেছেন। আমাদেরকে হিদায়াত দান করে আমাদের ওপর রহম করুন। হে আল্লাহ, শয়তানের গুমরাহীর কসমের মুকাবেলায় আপনি আমাদেরকে হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করুন।

□ রব্বের করীম, আমরা কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো, আমাদের আসল দুশমন তো আমাদের নফস। নফসই তো বড় ধোকা দিয়েছে। নফসই



তো আমাদেরকে মূল বিপদে ফেলেছে। আসল পেরেশানি তো শয়তানই সৃষ্টি করেছে। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে নফসে মুতমায়িনা দান করুন।

□ রবেব করীম, আমরা আদবের সঙ্গে দু'আ চাইতে জানি না। আপনি আমাদের বাকশক্তিহীনের হৃদয়ের ভাষা বুঝে নিন। হে আল্লাহ, এটাই সত্য যে, আমাদের যবান ছোট। আমাদের দৃষ্টি দুর্বল। আমাদের অন্তর পোড়া। আমাদের মধ্যে গাফলতির কমতি নেই। গুনাহের আবর্জনার ঢের স্তুপ রয়েছে। হে আল্লাহ, কার কাছে আমার আমাদের কষ্টের ফিরিস্তি শোনাতে যাবো। তুমিই তো রবেব করীম, তুমিই তো আমাদের আল্লাহ। তোমার কাছেই আমরা আমাদের হৃদয়ের ফরিয়াদ পেশ করছি। দয়া করে তুমি আমাদের সকল বক্রতাকে সরল করে দিন।

□ রবেব করীম, আমরা তিন দিন আপনার ঘরে কাটিয়েছি। হে আল্লাহ, তার বিনিময়ে আপনি আমাদের দিলের মধ্যে আপনার ঘর বানিয়ে দিন। আমাদের দিল হোক আপনার নিবাস। আমাদের দিল হোক আপনার কুটির। আপনি আমাদের দিলেই বসবাস করুন।

□ রবেব করীম, যে বান্দা এমন নেক মাহফিলে আসেনি, তাকে কত বড় অভাগা বলতে হয়। হে আল্লাহ, আমাদেরকে খালি ফিরিয়ে দেবেন না। আমাদের গুনাহের কারণে আমাদেরকে ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দেবেন না। হে আল্লাহ, এ কথা বলবেন না যে, তোমাদের থেকে গুনাহের দুর্গন্ধ আসছে। মাওলাগো, আমরা ভীষণ গুনাহগার। তারপরও তো আমরা তোমারই বান্দা। আমরা পাপী, তারপরও তো আমরা তোমারই দাস। মাওলাগো, তোমার রহমতের আশ্রয় নেয়ার জন্যে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। পরওয়ারদিগার, আমাদের এই উপস্থিতিকে কবুল করুন। এটিকে কবুল আমল হিসেবে তালিকাভুক্ত করুন।

□ রবেব করীম, আমাদেরকে হালাল রিযিক দান করুন। সত্য বলার শক্তি দিন। নেক কাজে আমাদেরকে পরস্পরে সহায়তাকারী বানিয়ে দিন।



- রবে করীম, আমাদেরকে বদগুমানী থেকে তাওবা করার তাওফীক দিন। মাওলাগো, এতো দিন পর্যন্ত আমরা শুধু কুধারণা করেছি। আমাদেরকে ক্ষমা করুন। মুমিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাওফীক দিন। রবে করীম, উক্ত গুনাহের শাস্তি হিসেবে আমাদেরকে ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত করবেন না।
- রবে করীম, আমাদেরকে হিংসামুক্ত বক্ষ দিন। প্রশান্ত কলব দিন।
- রবে করীম, আমরা মুখে শয়তানের বিরুদ্ধে গালি দিই কিন্তু নিভূতে তার সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতি। মাওলাগো, আমাদের এই কপটতা ও মুনাফেকি আপনি ক্ষমা করে দিন।
- রবে করীম, আমরা অবশ্যই আপনার নির্দেশ অমান্য করেছি। কিন্তু তারপরও তো একমাত্র আপনিই আমাদের মালিক। হে আল্লাহ, এই সম্পর্কের ওসিলায় আপনি আমাদের সঙ্গে দয়াসুলভ আচরণ করুন।
- রবে করীম, আমরা আমাদের আমলনামায় এমন কোনো আমল দেখছি না, যা তোমার কাছে পেশ করার যোগ্য। হে আল্লাহ, আমাদের নিঃস্ব অবস্থার ওপর আপনি দয়া করুন।
- রবে করীম, আমরা সেই মুসাফির যাদের কাছে পাথেয় নেই। কিন্তু যাত্রাপথ অনেক দীর্ঘ। পথে পথে বিপদের হাতছানি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এই নিঃস্বতার ওপর করুণা করুন।
- রবে করীম, সন্তান হওয়া এক খুশি আর সন্তান নেক হওয়া তার চেয়ে আরো বড় খুশি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে এই দ্বিগুণ খুশি দান করুন। আমাদের সন্তানদেরকে অনুগত বানিয়ে দিন। পিতা-মাতার চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ, সন্তান যখন পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, তখন সেটি তাদের কাছে কতোটা বেদনাদায়ক হয়। হে আল্লাহ, বর্তমানে হৃদয়ে বেদনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। যেই সন্তানকে এতোটা ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা দিয়ে প্রতিপালন করেছি, তারা এখনও বেদনার কাঁটায় বিদ্ধ করছে। কথায় কথায় আঘাত করছে। বিদ্রূপ করছে। হে আল্লাহ, আপনি জানেন, এ সময় পিতা-



মাতার মনে বেদনার কী তুফান বইছে। হে আল্লাহ, আপনি মেহেরবানী করুন। আপনি যখন সন্তান দিয়েছেন, তখন তাদেরকে আপনিই নেককার বানিয়ে দিন।

- রবেব করীম, আপনি যখন নারায় হন তখন বাল'আম বা'উরার হাজার বছরের ইবাদতও ছুড়ে ফেলে দেন। হে আল্লা, আপনি যখন অসম্ভব হন তখন বরসিসার মতো পুরোহিতকেও শূলিতে ঝুলিয়ে দেন। হে আল্লাহ, আমাদের কাছে তো কোনো ইবাদতই নেই। হে আল্লাহ, আপনি নিজ থেকে আমাদের ওপর দয়া করুন। আমরা চোখে দেখি না। আপনি আমাদের আগুল ধরে আমাদেরকে মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছে দিন।
- রবেব করীম, আমাদের মনে গাফলতির অন্ত নেই। আমাদের শরীর নাফরমানি করেছে। কিন্তু অন্তর তোমার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে উদগ্রীব। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের হয়ে যান।
- রবেব করীম, আমরা চাই বা না চাই, আপনি আমাদেরকে কানে ধরে নেক কাজে প্রবেশ করিয়ে দিন।
- রবেব করীম, শয়তান আমাদেরকে দিয়ে গুনাহ করাতে চায়। মালিকগো, শয়তান ও আমাদের মাঝে আপনি আড়াল হয়ে যান। আপনি আমাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখুন।
- রবেব করীম, তাহাজ্জুদগুজার বান্দাদের রাত্রি জাগরণের উসিলা দিয়ে বলছি, রাতের নিভতে ক্রন্দনকারীদের অশ্রুর উসিলা দিয়ে বলছি, নীরবে নির্জনে দু'আকারীদের ফরিয়াদের উসিলা দিয়ে বলছি, আপনি আমাদেরকে ইবাদতগুজার বান্দাদের মাঝে शामिल করুন। পরহেযগার বান্দাদের মাঝে शामिल করুন। পরহেযগার বান্দাদের মাঝে शामिल করুন। মুত্তাকী লোকদের মাঝে शामिल করুন।
- রবেব করীম, জীবনের প্রতিটি ঘাটে আমাদের উত্তীর্ণ করুন। আপনার মদদ দিন। আপনার রহমতের জান্নাত দান করুন।



- রবেব করীম, আমাদেরকে জগতের চোখে হাসির পাত্র বানাবেন না। আমাদের লাঞ্ছনা ও বিদ্রূপ থেকে রক্ষা করুন। সম্মানপূর্ণ জীবন দান করুন।
- রবেব করীম, আপনার এই বান্দারা অনেক দূর থেকে এসেছে। হে আল্লাহ, তারা অনেক আশা নিয়ে এসেছে। হে আল্লাহ, তারা এ কথা মনে করে এসেছে যে, আমরা একটি ভালো স্থানে গেলে আমাদের পেরেশানি দূর হয়ে যাবে। চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যাবে। হে আল্লাহ, আমাদের বক্রতা ঠিক করে দিন। আমাদের গুনাহ-খতা মাফ করে দিন। রবেব করীম, আপনার বান্দাদের মনোবাসনা পূরণ করে দিন। হে আল্লাহ, বান্দাদের সমস্ত চাওয়াগুলোকে পাওয়া বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আমরা হাত পেতে বসে আছি। আমাদের অঞ্জলী পূর্ণ করে দিন। হে আল্লাহ, যতোটুকু চাই, তারও অধিক দান করুন। হে আল্লাহ, আপনার দয়া দেখান। আপনার ক্ষমা দেখান। আপনার রহমতের প্রদর্শনী করুন। এই মাহফিল থেকে উঠার পূর্বেই আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন। এই মুহূর্তটিকে আমাদের জীবনের টার্নিংপয়েন্ট বানিয়ে দিন।
- রবেব করীম, নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেরিয়া তরিকার নিসবতে তাম বা পূর্ণ সম্পর্ক দান করুন।
- রবেব করীম, আমাদের শরীরে যতোগুলো পশম আছে, সেগুলোকে যবান বানিয়ে তা দিয়ে তোমার শোকর আদায় করছি।
- রবেব করীম, মুসলিম উম্মাহকে ইজ্জতের আসনে আসীন করুন।
- রবেব করীম, এ দেশের হিফায়ত করুন। এদেশের দুশমনদের হিদায়াত দান করুন। যাদের কপালে হিদায়াত নেই তাদের একেকটিকে ধরে আপনি হালাক করুন। রবেব করীম, এখানে শরীয়ত ও সুন্নাতের আইন বলবৎ করুন। আমাদেরকে সে মোতাবেক জীবন যাপন করার তাওফীক দিন।



- রবেব করীম, আমাদের ওপর যাদের অধিকার রয়েছে, তাদেরকেও আমাদের এ দু'আর মাঝে शामिल করে নিন।
- রবেব করীম, আমাদের ভেতর থেকে অহঙ্কার, অহমিকা ও আমিত্ব দূর করুন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে নিজেকে তুচ্ছ ভাবার মানসিকতা প্রদান করুন। হে আল্লাহ, আমরা বিভ্রান্ত। আমরা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মতো জীবন কাটাচ্ছি। আমাদেরকে সত্যিকার মানুষ হওয়ার তাওফীক দিন।
- রবেব করীম, আমাদেরকে বড় বড় কথা বলা থেকে রক্ষা করুন। নিজের দিকে কৃতিত্ব সম্পৃক্ত করার ব্যাধি থেকে আমাদের হিফায়ত করুন।
- রবেব করীম, আমাদের মতো এতো হীন প্রাণীদের ওপর আপনার এতো ইহসান, এতো মেহেরবানী। দয়া করে আমাদেরকে সেই মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত করবেন না।
- রবেব করীম, আমরা তো আপনারই বান্দা। আমাদের প্রতি ঘৃণা করবেন না। মাওলাগো, আমাদেরকে আপনার সুদৃষ্টি থেকে ফেলে দেবেন না।
- রবেব করীম, কিছু লোককে আপনি কিয়ামতের দিন অন্ধ করে দাঁড় করাবেন। তাদের আমলনামায় কোনো নেক কাজ থাকবে না। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ, আমরা তো পৃথিবী দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ছিলাম। আজ কেনো আপনি আমাদেরকে অন্ধ করে উত্তোলন করলেন? আপনি বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে আমার আয়াতের প্রতি ফিরেও তাকাওনি। আজ আমি তোমাদের দিকে তাকাবো না। মাওলাগো, এটাই তো আমাদের ভয়। যদি আপনি আমাদেরকে অন্ধ করে তোলেন, তাহলে তো আমরা আপনার পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাবো না। হে আল্লাহ, আমাদেরকে এই দু'ধারী বঞ্চনা থেকে রক্ষা করুন। মাওলাগো, আমরা



দুনিয়াতে তোমার প্রিয় রাসূলের দিদার পাইনি। আমাদেরকে পরকালেও তাঁর দিদার থেকে বঞ্চিত করবেন না। হে আল্লাহ, আমাদের মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো, আমরা সেই বরকতময় চেহারাকে নিজ চোখে দেখবো, যাকে আপনি **والضحى** [ওয়াদুহা] বলেছেন। সেই জুলফি দেখবো, যাকে আপনি **والليل** [ওয়াল লাইলি] বলেছেন। হে আল্লাহ, যখন আপনার প্রেমাস্পদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিক মুখ তুলে তাকাতে, তখন আপনি ভালোবাসার আতিশয্যে তাঁকে বারংবার দেখতেন। সেই প্রেমাস্পদের প্রিয় মুখের দর্শন আমাদেরকেও নসিব করুন।

- রব্বের করীম, আপনার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আপনি করীম। করীম বলা হয় তাকে, যিনি চাওয়ার পূর্বেই দান করেন। মাওলাগো, আমরা তো চাচ্ছি। আপনি আমাদেরকে দান করুন। আমাদেরকে রিক্ত হাতে ফিরিয়ে দেবেন না।
- রব্বের করীম, আপনার দরবারে **قابليت** [যোগ্যতা]-এর মূল্য নেই। মূল্য হলো, **قبوليت** [গ্রহণযোগ্যতার]। হে আল্লাহ, যদি **قابليت** [যোগ্যতা]-ই মাপকাঠি হতো, তাহলে আমরা নির্ঘাত প্রত্যাখ্যাত হতাম। কেননা আমাদের মুখগুলো কালি মাখার যোগ্য। কিন্তু আপনার দরবারে তো **قبوليت** [গ্রহণযোগ্যতার]-ই মাপকাঠি। যার কারণে আমরা আশায় বুক বাঁধতে পারছি। আপনি আমাদেরকেও কবুল করে নিন। হে আমাদের মালিক, আপনি তো আসহাবে কাহাফের কুকুরকেও কবুল করেছেন। আমরা যদি তাথেকেও নিকৃষ্ট হই, তারপরও আপনি আমাদের কবুল করুন।
- রব্বের করীম, আমরা আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলে পার পাবো না। আমরা স্বীকার করছি, আমাদের আমলনামা গুনাহে টইটুম্বর। হে আল্লাহ, যদি গুনাহ থেকে দুর্গন্ধ বেরোতো, তাহলে পৃথিবীর কেউই আমাদের ধারে-কাছে বসতে পারতো না। আমরা এতো বেশি গুনাহ



আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না?

১১০

করেছি। আমাদের ভেতর-বাইরের সব কিছুই আপনার জানা। রবে  
করীম, মেহেরবানী করে আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন।  
□ রবে করীম, কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল প্রজন্মের ঈমানকে সমস্ত  
গুনাহ-খাতা, ত্রুটি-বিচ্ছ্যতি থেকে আপনি হিফায়ত করুন।

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অ মা দ্র



নশ্বর এই পৃথিবী হলো পরীক্ষার কেন্দ্র। প্রত্যেক মানুষকেই এ পৃথিবীতে বসবাস করার সময় বিভিন্ন ধরনের অবস্থা, ঘটনা-দুর্ঘটনা, প্রীতিকর ও অপ্ৰীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কিছু কিছু লোককে দেখা যায়, এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়লে ভীষণ ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে দু'আ করাই ছেড়ে দিয়ে বসে। কাউকে এ কথাও বলতে শুনা যায় যে, ভাই, আমি অনেক দু'আ করেছি; কিন্তু কবুল হয় না।

আমাদেরকে অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে যে, আমাদের মাঝে এমন কোন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে; যার কারণে আমাদের দু'আগুলো কবুল হতে পারছে না?

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মাঝে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। দু'আ কবুল না হওয়ার বিভিন্ন কারণ ও দু'আর কবুলিয়ত ত্বরান্বিত করার উপায় সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পেশ করা হয়েছে। আশা করি, এ গ্রন্থটি হবে আমাদের হৃদয়ের অসংখ্য জিজ্ঞাসার উত্তর। হতে পারে, এটি হবে নিরাশার অন্ধকারে আপনার জন্যে আশার প্রদীপ।